CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 20 March, 2024 ■ আগরতলা ২০ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ৬ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তেলিয়ামুড়ায় পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলনে

পৃষ্ঠা প্রমুখরাই বিজেপির মূল শক্তি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মার্চ ।। পৃষ্ঠাপ্রমুখরাই ভারতীয় জনতা পার্টির মূল শক্তি। বুথস্তর পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অপরিসীম। আজ ২৮- তেলিয়ামুড়া মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, মোদী মানেই উন্নয়নের গ্যারান্টি। তাই আমাদের কর্তব্য লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় দুইটি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদির হাতকে শক্তিশালী করা। তার জন্য আমাদের প্রত্যেক বুথে জয়লাভ করতে হবে।

তাঁর কটাক্ষ, পৃষ্ঠাপ্রমুখের মানে বুঝতে বুঝতে রাজ্যে সিপিএমের জমানা শেষ হয়ে গিয়েছে। বিগত সরকারের আমলে নির্বাচনের পর ত্রিপুরায় আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ

করত। সিপিএম ত্রিপুরায় ২৫ বছর খুন, সন্ত্রাসের রাজনীতি করে গিয়েছিল। সিপিএমের আমলে তেলিয়ামুড়ায় অনেক কর্মীর খুন হয়েছে। আজ রাজ্যের কংগ্রেসের ঘর থেকে সিপিএমের পতাকা এবং সিপিএমের ঘর থেকে কংগ্রেসের পতাকা বের হয়। আজ বামগ্রেসের অশুভ শক্তির জোট হয়েছে। তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

এদিন তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, আজ কার্যকর্তাদের ব্যাপক উৎসাহ দেখে তিনি নিশ্চিত যে আগের থেকে আরও বেশি শক্তি নিয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করতে চলেছে বিজেপি। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, দলের সংগঠন মহামন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু, প্রদেশ সহ - সভাপতি তথা পৃষ্ঠাপ্রমুখ ইনচার্জ সুবল ভৌমিক, বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়, প্রদেশ সাধারন সম্পাদক অমিত রক্ষিত সহ অন্যান্যরা।

আজ লোকসভার প্রথম দফা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। ১-ত্রিপুরা পশ্চিম লোকসভা আসনের নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি আগামীকাল জারি করা হবে। নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হবে। আজ সন্ধ্যায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল একথা জানান। তিনি জানান, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হচ্ছে ২৭ মার্চ, ২০২৪। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে ২৮ মার্চ, ২০২৪। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩০ মার্চ, ২০২৪। এই আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে ১৯ এপ্রিল, ২০২৪। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হবে। তিনি জানান, ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় আসনের ভোটগ্রহণের জন্য নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি হবে ২৮ মার্চ, ২০২৪। ঐ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হচ্ছে ৪ এপ্রিল, ২০২৪। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে ৫ এপ্রিল, ২০২৪। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ৮ এপ্রিল, ২০২৪। ভোট নেওয়া হবে ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত সময়ে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ৫ জানুয়ারি, ২০২৪ রাজ্যে যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়, তাতে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিলো ২৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯২৫ জন। কিন্তু এরপরও ভোটার তালিকায় সংশোধনীর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় ১৪ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৯৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৯১ জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩৫ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৭০ জন। এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের জন্য মোট ভোটার রয়েছেন ১৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৭৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৪২ জন এবং মহিলা ভোটার ৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৭৭ জন। পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় আসনে মোট ভোটার রয়েছেন ১৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ১২১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭ লক্ষ ১ হাজার ৬৪৯ জন। মহিলা ভোটার ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৫৮ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১৪ জন। ৭-রামনগর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে মোট ভোটার রয়েছেন ৪৫ হাজার ৬৬৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২২ হাজার ৪০ জন এবং মহিলা ভোটার ২৩ হাজার ৬২৯ জন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী দুটি সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রে সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ১০ হাজার ২৬৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১০ হাজার ৭৯ জন। মহিলা ভোটার ১৮৭ জন। ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের জন্য সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ৫ হাজার ৯১৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৫ হাজার ৮০১ জন এবং মহিলা ভোটার ১১৬ জন। ২-পূর্ব ত্রিপুরা (এসটি) সংসদীয় আসনের জন্য মোট সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ৪ হাজার ৩৪৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ হাজার ২৭৮ জন এবং মহিলা ভোটার ৭১ জন। ২০২৪ সালে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে ১৮ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাধিক কর্মসূচিতে পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী

মানুষের ভালবাসায় আপ্লুত বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। লোকসভা নির্বাচনের রনকৌশল তৈরিতে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ আগরতলা টাউন হলে বিজেপি সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটি ও গ্রামীন কমিটির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন বৈঠকে উপসিত ছিলেন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, আগরতলা পুর নিগমের মেয়েটি দীপক মজুমদার, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যেরা।

এদিন বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মন্ডলের সভাপতি, বিভিন্ন মোর্চার সভাপতিদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথস্তরে কিভাবে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তাছাড়া, আজ মোহনপুরে বাইক র‍্যালি ও গনসংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেছেন পশ্চিম আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন মোহনপুরের দলীয় সংবর্ধনায় বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এত বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় তিনি আপ্লুত। তিনি বলেন, এই লোকসভা নির্বাচনে যেন কেউ হিংসার পথ না বাছাই করে। শান্তিপূর্ণভাবে এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোট প্রচার করার আহ্বান জানান তিনি। তৃতীয়বারের মত নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য সবার কাছে আহ্বান করেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

হাইলাকান্দিতে নিজ দোকানে রাজ্যের ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। রাজ্যের এক ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে হাইলাকান্দিতে। মৃত ব্যক্তির নাম উত্তম শীল, বাড়ি বাইখোড়া থানাধীন চড়কবাই এলাকায় বলে জানা গেছে। ওই ব্যক্তির হাইলাকান্দিতে নিজের স্পা দোকান রয়েছে বলে জানিয়েছেন মৃতের ছোট ভাই। সে আরও জানায়, গতকাল তার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তার সে বাড়ি না ফেরায় তাকে বারবার ফোন করতে থাকেন পরিবারের সদস্যরা। তবে তার ফোন বন্ধ আসছিল। পড়ে পরিবারের সদস্যরা চিন্তিত হয়ে হাইলাকান্দিস্থিত উত্তম শীলের স্পা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের জিবি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। ফের রাজ্যের প্রধান জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন দেওয়া দিয়েছে। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে জিবি হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগের সামনে অটোতে ছটফট করতে থাকে রোগী। কিন্তু অভিযোগ একটি স্ট্রেচারও পাওয়া যায়নি। এমনকি রোগীকে সাহায্য করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যও কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য পাওয়া যায়নি। ফলে দীর্ঘক্ষণ যন্ত্রণায় অটোতে পড়ে চিৎকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মায়ের সঙ্গে লাকড়ি আনতে গিয়ে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ সন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ মার্চ।। দশ বছরের এক শিশুর রহস্যসজনকভাবে নিখোঁজের ঘটনায় সোনামুড়া উরমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবনগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। তিন দিন পেড়িয়ে গেলেও কোন হদিশ নেই তার।নিখোঁজ ছেলেকে ফিরিয়ে পাওয়ার দাবিতে পুলিশের দারস্থ অসহায় পরিবার।

জানা গিয়েছে, সোনামুড়া থানার অন্তর্গত উরমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের দেবনগর এলাকার বাসিন্দা দিনমজুর প্রদীপ দাসের স্ত্রী স্বপ্না দাস গত ১৭ মার্চ তাঁদের ১০ বছরের শিশু সন্তান রাহুল দাসকে সাথে নিয়ে বাড়ির পাশে জঙ্গলে লাকড়ি আনতে গিয়েছিলেন। লাকড়ি সংগ্রহ করে ফিরে আসার সময় পথে দেখেন পুত্র রাহুল নেই। তিনি লাকড়ি আনতে যাওয়ার সময় যেখানে রেখে গিয়েছিলেন সেখানে নেই।

তখন শিশুটির মা স্বপ্ন দাস জঙ্গলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্তানের কোন খোঁজ না পাননি।

সন্তানের কোনো খোঁজ না পেয়ে বাড়িতে ছুটে গিয়ে পরিবারের লোকজন সহ স্থানীয় এলাকাবাসীদের বিষয়টি জানিয়েছেন। এরপর সকলে মিলে খোঁজ করেও রাহুলের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। শেষে পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। আজ তিন দিন অতিক্রম হওয়ার পরও রাহুলের কোনো খোঁজ মিলেনি।

সেক্টর অফিসারকে আইনী পাঠ দিলেন অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ মার্চ ।। সেক্টর অফিসারের কারণে ধর্মনগরে কিছুক্ষণের জন্য অসন্তোষের বাতাবরণ সৃষ্টি হল। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে আজ নিয়ে তিন দিন হতে চলেছে। তারই মধ্যে কিছু সংখ্যক অতি উৎসাহী বাম মার্গীয় সেক্টর অফিসারের কারণে ধর্মনগরের পরিস্থিতি কিছু সময়ের জন্য অসন্তোষ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সেক্টর অফিসার বিজিত সাহা রাস্তা ছেড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটের মুখেই পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করল আনন্দপুরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১৯ মার্চ ।। লোকসভা নির্বাচনের আগে পানীয় জলের দাবীতে ফের রাস্তা অবরোধ করল এলাকাবাসীরা। মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮ টা থেকে মেলাঘর থেকে উদয়পুর যাওয়ার রাস্তা দুই ঘন্টা অবরোধ করে রাখে এলাকাবাসীরা। এদিন ধনপুর বিধানসভার আনন্দপুর কলোনি পাড়ার প্রাণ শতাধিক এলাকাবাসী পানীয় জলের দাবীতে রাস্তায় কলসি নিয়ে পথ অবরোধ করে। তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এলাকার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রকল্প বন্ধ হয়ে আছে সংস্কারের অভাবে। ফলে এলাকার বিভিন্ন পরিবার পানীয় জলের চরম সংকটে ভুগছেন। তাই অবিলম্বে এই পানীয় জলের অভাব দূর করতে হবে বলে দাবী জানাতে থাকেন তারা।

একসময় পথ অবরোধের খবর পেয়ে ছুটে আসেন পুলিশ প্রশাসন। তারা স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। তবে স্থানীয়রা তা মানতে নারাজ। পড়ে দীর্ঘসময় পথ অবরোধ চলার পথ পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা। তবে সমস্যার সমাধান না হলে পুনরায় রাস্তা অবরোধের হুমকি দিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

রামনগর উপনির্বাচনে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করলেন বামপ্রার্থী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। ৭ রামনগর বিধানসভার উপ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী রতন দাসের বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার শুরু হয়েছে। আজ সকালে তিনি রামনগর এলাকায় বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে গিয়েছেন।

এদিন ভোট প্রচারে বের হয়ে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই এলাকা থেকে দুই হাত তুলে মানুষ আর্শীবাদ দিচ্ছে। এদিন তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ৭ রামনগরে বিধায়ক ছিলাম। আজ জনগণের সেবা করার জন্য সিপিএম পুনরায় আমাকে প্রার্থী হিসেবে বাছাই করেছেন।

এদিন তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের উপর মানুষের অপরিসীম ক্ষোভ রয়েছে। সেক্ষেত্রে এই সরকার ব্যর্থ।

তাঁর কথায়, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনেই রাজ্য থেকে বিজেপি সরকারের নিধন নিশ্চিত ছিল। কিন্তু মানুষকে সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয়নি। তাই তিনি জনগণের কাছে উপনির্বাচনে ও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য আহবান করেছেন।ভোটারদের বক্তব্য, সমস্ত দিক বিবেচনা করে ভোট বাক্সে মত প্রকাশ করা হবে।

লোকসংস্কৃতির পরম্পরাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। গাজন' কথাটি এসেছে 'গর্জন' শব্দ থেকে। গাজন সন্ন্যাসীরা জোরে জোরে গর্জন করেন। 'দেবাদিদেব মহাদেবের জয়', 'জয় বাবা বুড়ো শিবের জয়', 'ভাল বাবা শিবের চরণের সেবা লাগে' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে। শিব ঠাকুরের জয়ধ্বনিতে মুখর হয় গ্রামের আকাশ বাতাস। আর একটি মত হলগা' বলতে গ্রামকে বোঝায়। আর 'জন' বলতে বোঝায় জনসাধারণ। গ্রামীণ জনসাধারণের উৎসব তাই নাম হয় 'গাজন। জনশ্রুতি হল গাজন উৎসবের দিন শিবের সঙ্গে কালীর বিবাহ হয়। আর গাজন সন্ন্যাসীরা হলেন। বরপক্ষ। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পুজোর উৎসবের সঙ্গে

শিবের গাজন শেষ হয়। এই গাজন তথা চরক উৎসবকে কেন্দ্র করে বাড়ি বাড়ি এক মাস ব্যাপী শিব এবং গৌরী সেজে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে। একমাস ব্যাপী নিরামিষ আহার করেন। এটাই রীতি। বাংলার লোকসংস্কৃতি এই ধারা আজও অব্যাহত। রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে এই সংস্কৃতি পরম্পরা ঐতিহ্যকে আরো সমৃদ্ধ করে। আধুনিক যুগেও শিব গৌরীর গাজন নৃত্য মানুষের মনে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করে। চৈত্র মাস আসতেই বাড়ি বাড়ি এমনকি দোকানপাটেও ঢাকের তালে ও লোক গান এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৃত্য করে আসছেন শিব গৌরী। সকাল থেকে শুরু হয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত চলে মাসব্যাপী তাদের কর্মসূচি। অনেক জায়গায় আবার রাতেও দেখা যায়। গায়ে নানা ধরনের রং মেখে এবং শিবগরির পোশাক পড়ে দিনভর চটে বেড়াচ্ছেন এ প্রান্ত থেকে প্রান্তে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৬১ ▫ ২০ মার্চ ২০২৪ ইং ▫ ৬ চৈত্র ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আত্মবিশ্বাসী মোদি

ইতিমধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করিয়াছে কমিশন। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর হইতেই রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসকবিরোধী উভয় পক্ষই রাজনৈতিক ময়দানে কোমর বাধিয়া নামিয়া পড়িয়াছেন। এবারের নির্বাচন শাসক দল এবং বিরোধী পক্ষের কাছে আত্মমর্যাদার লড়াই হিসেবে উপস্থিত হইয়াছে। কোন পক্ষই প্রতিপক্ষকে জায়গা দিতে নারাজ। শাসকগোষ্ঠী বিগত ১০ বছরের কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সফল বাস্তবায়নের চিত্র জনসম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া জনগণকে আকৃষ্ট করিবার নানা কৌশল নিয়াছে।

পাঁচ বছরে সরকার কী কী কাজ করিবে, নির্বাচনের আগেই সেই পরিকল্পনা করিতে মন্ত্রীদের নির্দেশ মোদির।নতুন সরকার গড়িবার পরে প্রথম একশো দিনে কীভাবে কাজ হইবে? মন্ত্রীদের সেই পরিকল্পনা করিতে নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুধু তাই নয়, আগামী পাঁচ বছরের রোডম্যাপ তৈরি করিতে হইবে মন্ত্রীদের। সরকারি নীতিগুলো কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায় সেই নিয়ে মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলিতে মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়াছেন মোদি। লোকসভা ভোটের দামামা বাজিয় গিয়াছে। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করিয়া দিয়াছে নির্বাচন কমিশন। পরের দিনই ক্যাবিনেট বৈঠকে বসেন মোদি। মূলত দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা

হইয়াছে এই বৈঠকে। প্রথমেই মোদির তরফে মন্ত্রীদের নির্দেশ, মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া দুটি রোডম্যাপ বানাইতে হইবে। প্রথম একশো দিনের জন্য একটি পরিকল্পনা করিবার পাশাপাশি বানাগতে হইবে দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপও।টানা তৃতীয়বারের জন্য সরকার গড়া নিয়া আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী। তাই পরবর্তী পাঁচ বছরের সরকারের কাজ কীভাবে এগোবে, নির্বাচনের আগেই সেটা নিয়া ভাবনাচিন্তা শুরু করিয়াছে মোদি সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোদি বলিয়াছেন, আগামী পাঁচ বছরে সরকারি নীতিগুলো কীভাবে কার্যকর করা যায় সেই নিয়া প্রত্যেক মন্ত্রী তাঁহাদের মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করিবেন। তাহার পরে প্রত্যেক মন্ত্রীকে একটি রোডম্যাপ তৈরি করিতে হইবে। পাঁচ বছরে কীভাবে কাজ করিবে তাঁহাদের মন্ত্রক, সেই বিষয়টিই বিস্তারিত তুলিয়া ধরা হইবে এই রোডম্যাপে।জোড়া রোডম্যাপের নির্দেশের পাশাপাশি এদিন নির্বাচনের নির্ঘণ্টও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মূর কাছে পাঠাইয়াছে মন্ত্রিসভা। ২০ মার্চ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইতে পারে।ইতিমধ্যেই জোর কদমে নির্বাচনী প্রচার চালাইতে শুরু করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী।

মঙ্গলবার দিনভর হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি. স.): সোমবারের মতোই সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবারও আকাশের মুখভার থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, প্রায় গোটা সপ্তাহজুড়েই বৃষ্টিপাত হবে। সঙ্গে জেলার কিছু কিছু জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছে। বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে। ঝড়, বৃষ্টির কারণে দিনের তাপমাত্রা কম থাকলেও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকবে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

৪ মাসের নাতিকে ২৪০ কোটির উপহার নারায়ণ মূর্তির

বেঙ্গালুরু, ১৯ মার্চ (হি. স.): বয়স মাত্র ৪ মাস। এই বয়সেই দাদুর কাছ থেকে ২৪০ কোটি টাকার উপহার পেল একাগ্র রোহন মূর্তি। ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তির নাতি একাগ্র রোহন মূর্তির বয়স এখন মাত্র চার মাস ।

বিএসই-র তথ্য অনুযায়ী নারায়ণ মূর্তির নাতি একাগ্র রোহন মূর্তির কাছে এখন ইনফোসিসের ১৫ লক্ষ শেয়ার রয়েছে। যা মোট শেয়ারের ০.০৪ শতাংশ। এর ফলে ইনফোসিসে নারায়ণমূর্তির নিজের অংশ ০.৪০ শতাংশ থেকে কমে ০.৩৬ শতাংশ হয়েছে। জানা গেছে, অফ-মার্কেটে এই শেয়ার হস্তান্তর হয়েছে। উল্লেখ্য, নারায়ণ মূর্তির মোট সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৩৬,৭০০ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত, নারায়ণ মূর্তি ও তাঁর স্ত্রী সুধা মূর্তির ছেলে রোহন মূর্তি এবং পুত্রবধূ অপর্ণা কৃষ্ণানের একমাত্র সন্তান একাগ্র। এছাড়াও নারায়ণ মূর্তি ও সুধা মূর্তির দুই নাতনি রয়েছে। নারায়ণ মূর্তির মেয়ে অক্ষতা মূর্তি ও জামাই তথা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের দুই কন্যা রয়েছে, কৃষ্ণা এবং অনুষ্কা।

গার্ডেনরিচে মঙ্গলবার সকাল থেকেই শুরু উদ্ধারকাজ

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি. স.): মঙ্গলবার ভোরের আলো ফুটতেই ফের গার্ডেনরিচে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এনডিআরএফের বিশাল টিম সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। সোমবারের মতোই মঙ্গলবারও উদ্ধার কাজ শুরু করেছেন তাঁরা।

প্রায় ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়া বহুতলের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে এখনও কয়েকজনের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সোমবার রাত পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ১০ জনকে বার করে আনা হয়েছিল সোমবার। কিন্তু রাত নামতেই উদ্ধারকাজ কার্য্যত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় এনডিআরএফ। জানা গেছে, পর্যাপ্ত আলো না থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার সকাল হতেই ফের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবারও গোটা এলাকা জুড়ে ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চাঙড়, লোহার জাল, বাঁশ, টিন আটকে রয়েছে। সেই সমস্ত কিছু সরিয়ে প্রাণের আশায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

উল্লেখ্য, রবিবার গভীররাতে গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়ে এক নির্মীয়মাণ বহুতল। এই বহুতলটি একটি ঝুপড়ির ওপর ভেঙে পড়ে। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। সোমবার সকালেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী, ঘোষণা করেন ক্ষতিপূরণেরও।

মুলতান সুলতানসকে হারিয়ে পিএসএলের চ্যাম্পিয়ন ইসলামাবাদ ইউনাইটেড

করাচি, ১৯ মার্চ (হি.স.): পিএসএলের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হল ইসলামাবাদ। শেষ দুই বলে ১ রান তুলে নাটকীয়তার মধ্যে পিএসএল চ্যাম্পিয়ন হল ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। ইসলামাবাদ এর আগে ২০১৬ ও ২০১৮ সালে শিরোপা জিতেছিল।

সোমবার রাত ১০টায় করাচি জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পিএসএলের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল মুলতান সুলতানস ও ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ করে মুলতান। জবাবে শেষ বলে ২ উইকেটের জয় তুলে নেয় শাদাব খানের ইসলামাবাদ।

এই ম্যাচের মূলনায়ক ইমাদ ওয়াসিম। বল হাতে তিনি নেন ৫ উইকেট। এরপরে ব্যাটে ১৭ বলে ১৯ রান করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন গরমেন্টের দেওয়া জমিটাকে দ্যাশ বানাবে

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

‘চলো এবার সোনালি বালির নদীর তলে হারিয়ে যাই, হারিয়ে যাই রূপকথার নৌকা তুলে আনার জন্য। বিশাল দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করলেই ভেসে উঠবে সোনার নৌকা, রুপার বৈঠা, ভাসতে ভাসতে একদিন দেখা যাবে অনেক দূরের খোয়াই যার উপরে রয়েছে নীল আকাশ আর উড়ছে হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখি...’

ওরা কি পেল তার খোঁজ।

হয়ত পাবে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন হয়ত সেই মানুষগুলোকে ভুলিয়ে দেবে ফেলে আসা বারো হাত উঠোনটার কথা। এই যে জমি, তা আর গরমেন্টের দেওয়া দান মনে হবে না। এটাও তার দ্যাশ। পুরোপুরি নিজের নিশ্চিন্ত দ্যাশ। বিষয়টাতো এতটাও কঠিন না। অকারণ জটিল করা হচ্ছে রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে। বিষয়টা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, যার সাথে ভারতের মুসলিমদের কোনো সম্পর্কই নেই। সম্পর্ক নেই অন্যান্য দেশের থেকে আসা এবং ১৯৫৫ র নাগরিকত্ব আইন মারফত ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনকারীদেরও। অসুবিধা নেই আমার আপনার। বিন্দুমাত্র অসুবিধার প্রশ্ন ওঠে না ২০১৪ র ইন্দো বাংলাদেশ ছিটমহল সমস্যা সমাধানের পর যে ১৪,৮৬৪ জন বাংলাদেশিকে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে, তাদের। যাদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম। কোনো নাগরিককে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সি এ এ) দ্বারা বিতাড়িত করার প্রভিশনটাই নেই। সেই প্রভিশন আছে ১৯৪৬ এর বিদেশী আইন এবং ১৯২০ র পাসপোর্ট আইনে। বিদেশী কেউ ভারতে প্রবেশ বসবাস প্রস্থান সবটাই নির্ধারিত হয় উপরিউক্ত আইনে। সি এ এ এবং এন আর সি- মোটেও কেউ কারোর সাথে সংযুক্ত না। ওটাও এক বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক আওয়াজ। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের থেকেই ১৯৫৫ র নাগরিকত্ব আইনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল এন আর সি। এবং আরো স্মরণ করাতে চাই ২০০৩ বিশেষ কিছু নিয়মের ভিত্তিতে এন আর সি কার্যকর হয়েছিল। এটা কিছুই না, ভারতীয়দের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি। এবং জাতীয় পরিচয়পত্র।

সি এ এ - তাই ঠিক কোন যুক্তিতে এন আর সি- জুজু দেখাচ্ছে বুঝতে চাইলে বিভ্রান্ত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই উত্তর আসবে না। এবার প্রশ্ন তবে কি হবে সিএএ দিয়ে? ১১ই মার্চ ২০২৪ ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়মগুলির বিজ্ঞপ্তি দেন। এই আইন ভারতের সাথে সংযুক্ত তিন ইসলামিক রাষ্ট্রের (পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশ) নিপীড়িত অত্যাচারিত পালিয়ে আসা নির্যাতিত অ- মুসলিম মানুষের জন্য। যাদের পাসপোর্ট আইন এবং ফরেনারস আইন থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সিএএ সেই সব প্রাণ হাতে এ দেশে পালিয়ে আসা শিখ বৌদ্ধ জৈন পার্শী খ্রিস্টান এবং হিন্দুদের জন্য যারা তিন ইসলামিক দেশে প্রবল বৈষম্যের শিকার। মানবাধিকারের থেকে যারা বঞ্চিত তাদেরকে মানবাধিকারের দরজা দেখাল সিএএ। সিএএ - র ২ (১) (বি) তে উল্লেখ রয়েছে ২০১৪ র ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে যত শরনার্থী এ দেশে ওই তিন ইসলামিক দেশ থেকে এসেছেন তারা সবাই আইনসিদ্ধ নাগরিক। সবাই বৈধতার অধিকারী এবং এদেশে বসবাসের ন্যূনতম সময়সীমা ১x১১ থেকে কমিয়ে তা করা হল ১x৫ বছর। কেবলমাত্র এই ধারা সি এ এ ৬ (বি) অনুসারে অসম ত্রিপুরা মনিপুর ও মিজোরামে প্রযোজ্য হবে না। এখন দোলাচল থাকতেই পারে তবে কি আর কোনো মুসলিম নতুন করে ভারতে নাগরিকত্ব পাবেন না? কেন না! তারা পূর্ববর্তী নিয়মানুসারে ১১ বছর বসবাসের পর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতেই পারেন। এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে উচ্ছ্বাস থাকবে মূলত তিন ইসলামিক দেশ থেকে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সামাজিক ভাবে নিপীড়িত লাঞ্ছিত উৎখাটিত অমুসলিমদের। যাদের হাতে অনেক সময়ই নথি থাকে না। তথ্য প্রমাণ থাকে না। এক কাপড়ে ঘর ছাড়ার সময় কে আর সে সব আনে! তাদের অনেকেই ভারতের ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। ভোট দেন। তবুও তাদের শুনতে হয় যে তারা উদ্বাস্তু। সেই বাড়তি অসম্মানের পরিচয়টাকে বিতাড়িত করবে

সিএএ। সিএএ আরতো কাউকে বিতাড়িত করতে আসেনি।

সিএএ উচ্চারিত হলেই কিছু রাজনৈতিক দল মানুষকে, বিশেষ করে ১০,২০,কিংবা ৩০ বছর আগে আসা শরনার্থীদের বিভ্রান্ত করছে। বিভ্রান্ত করছে শঙ্কিত করছে এই বলে -- তোমাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে। যদি জমি বাড়ি সব কেড়ে নেয় সিএএ -র অজুহাতে। যদি বলে দেয় তুমি অনুপ্রবেশকারী। তুমি অবৈধ। তবে কি করবে? তাই ভোট আমাকেই দাও। সুচিন্তিত সমাজদর্শনে মনযোগী যে কোনো মানুষকেই ভাবাবে এই ফাঁকা রাজনৈতিক শঙ্কা প্রদর্শন। কিন্ত যা আমার আপনার কাছে অর্থহীন ভিত্তিহীন রাজনৈতিক প্রলাপ তা কি আর কারোর কাছে মূল্য রাখছে। বোধহয় কিছু (সংখ্যাটা খুব বেশি না অবশ্যই) মানুষের মধ্যে এক প্রকার বিভ্রান্তি আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের এমন সব অবৈজ্ঞানিক দিশাহীন ভোটমুখী ভাষনে। ধরুন, ১৫-২০ বছর আগে এক হিন্দু পরিবার বাংলাদেশে টিকতে না পেরে এক রাতের অন্ধকারে কোনোমতে প্রাণ হাতে নিয়ে পরিবার শুদ্ধ হাজির হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। তারপর তারা তৎকালীন রাজনৈতিক নেতার বা দলের কৃপায় ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। ভোট দিলেন। মুলি বাঁশের বাড়ি টিনের হল। তারপর আজ তাতে হয়ত ইঁট গাঁথা হয়েছে। ছেলে একটা চাকরিও করে। কিন্ত বাংলাদেশের কোনো নথি তাদের নেই পরিস্থিতির চক্রান্তে তারা প্রাণটুকুই আনতে পেরেছিল। তাদের মত পরিবারগুলোকে বেশ বিভ্রান্ত করতে পারছে রাজনৈতিক গরমাগরম শঙ্কিত করা ভাষন। সেই সব পরিবার মানুষগুলো ভাবছে যদি আইন আসে তবে যদি ধরা পরে যায় আমাদের ভোটার তালিকায় নাম আসা এবং তৎকালীন নেতার হুব্বাগিরিতে মিথ্যা শপথনাপার ছবিতো ধরা পড়ে যাবে! কি হবে! আমিতো তবে ভোটার তালিকার থেকেও বাদ যাব আর আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। এই মিথ্যে ছবিটাই প্রজেক্ট করছে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল। যারা আসল সত্যি জানে , জানে এই আইনে এমন কোনো কথাই উল্লেখ করেনি। বরং সি এ এ - ২(১) (বি) উল্লেখ রয়েছে পাসপোর্ট আইন ও ফরেনারস আইন ওই সকল অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। ফলে রাজনৈতিক মঞ্চের বিভ্রান্তিকর কাল্পনিক ভোট চাওয়ার বুলি ব্যতীত কোথাওই বাস্তবের পরিচালিত মাঠে একবিন্দুও সম্ভাবনা নেই ইসলামিক দেশ থেকে পালিয়ে আসা একটিও হিন্দু বা নির্যাতিত অ-মুসলিমের। মনে রাখতে হবে ইসলামিক রাষ্ট্রের থেকে প্রাণ হাতে পালিয়ে আসা সংখ্যালঘু অমুসলিমরা কখনওই জাল নথির ভিত্তিতে এ দেশের নাগরিক হননি। তারা থাকতে থাকতে নথি সংগ্রহ করেছেন। সংগ্রাম করেছেন বেঁচে থাকার জন্য। তারা নিবন্ধীত হয়েছেন এ দেশের নাগরিক হিসেবে। তারা যে জাল নাগরিক নন, তারা যে সবাই নাগরিক তা আরো একবার প্রতিষ্ঠিত করবে সি এএ। বরং শরনার্থী হওয়ার যদি কিছুমাত্র সঙ্কোচ রয়ে যায় কোথাও তাকে ঝাড়ু দেবে সিএএ। এবার প্রশ্ন, রোহিঙ্গাও নথি সংগ্রহ করছে। তাদের অনুপ্রবেশ চলছে। পশ্চিমবঙ্গেও তারা আছে। আজ থেকে সাত বছর আগেই স্থানীয় রাজনৈতিক মদতে পশ্চিমবঙ্গে রোহিঙ্গাদের বসবাস শুরু হয়। উত্তর চব্বিশ পরগনা রোহিঙ্গাদের মুক্তাঞ্চল। Safe Passage পায় তারা সেখানে। ২০১৮ তে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম চোখে পড়েছিল ' West Bengal is slightly friendly " to Rohingyas...ধরে নিলাম তারা সত্যিই ময়ানমারে নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার। ধরে নিলাম তারাও শরনার্থী। কিন্ত তাদের কেন ইসলামিক দেশ বাংলাদেশ পুনর্বাসনে পূর্ণ উদ্যোগ নিচ্ছে না। রাষ্ট্র সঙ্ঘ বাংলাদেশকে এই মর্মে বিপুল অর্থ প্রদান করেছে। ভারত নৈতিক ভাবে তিন ইসলামিক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু

অ-মুসলিমদের ভেদাভেদহীন ভাবে একাত্ত করবে। কারণ দেশ ভাগের পর থেকেই ১৯৫০ এর নেহেরু লিয়াকত চুক্তির যথেচ্ছ অবমাননা করেছে তিন ইসলামিক দেশে। হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন। উল্লেখ্য, নেহেরু লিয়াকত চুক্তির পর পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের থেকে অসংখ্য মুসলিম পরিবার ভারতে আসেন। তাদের কিন্ত পালিয়ে যেতে হয়নি ইসলামিক রাষ্ট্রে। তারা ভারতবাসী এবং ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে। ভারতে মানবাধিকারের ঘরে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর কক্ষে কোনো ভেদাভেদ হয়না বলেই সব ধর্মের মানুষের সুরক্ষাঘর ভারত। যে সুরক্ষার বিন্দুকনাও দিতে পারল না পাকিস্তান আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পরেওতো হিন্দু নিধন কমেনি। ভেদাভেদ হয়েছে প্রতি মুহূর্তে। তাই যে বৈষম্যের জাঁতাকলে থাকা মানুষগুলো তাদের ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে ভারতে এসেছে থেকেছে ভারতবাসী হয়েছে কিন্ত গায়ে লেগে রয়েছে উদ্বাস্তুর পরিচয়। হোক সে পরিচয় আনঅফিশিয়াল কিন্ত তাকেই অফিসিয়ালি বিতাড়িত করবে সি এ এ।

বাকি রইল একটা জিজ্ঞাসা।

সি এএ কি অসাংবিধানিক। ওই যে হৈ চৈ করে বিরোধ করতে রাজনৈতিক দলগুলো বলছে। প্রসঙ্গত, সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সংবিধানের মূল সুরের ছন্দের পরিপন্থী কোনো ভাবেই না। কারণ যারা বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে তাদের জানা উচিত সিএএ কোনো ভাবেই সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ অনুচ্ছেদকে বিরোধ বা উলঙঘন করছে না। ইউ পি এ আমলেও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নাগরিকত্ব আইনের ৭ (ক) ধারাটি সংশোধন করে বলেছিলেন Provided that no person who is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the central Government may by notification in the official gazzette specify shall be eligible for registration as an overseas citizen of India যদি সেই সংশোধনে গেল গেল রব না ওঠে তবে আজ এই মানবদরদী আইনে এত আপত্তির কারণ কি? কেন বারবার বলা হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদান হচ্ছে। যা সর্বৈব মিথ্যা। বরং ধর্মের ভিত্তিতেই নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিবেশী ইসলামিক দেশের থেকে উৎখাটিত সব অমুসলিম মানুষকেই তাদের তাচ্ছিল্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবে এই আইন। যেখানে কোনো জাতি ধর্ম বর্ণ কিছুই বিচার করা হচ্ছে না। বিচার করা হচ্ছে তারা সবাই একই পরিস্থির শিকার কিনা। আজ কংগ্রেস বিরোধী হচ্ছে কোন নৈতিকতায়। তারা কি ভুলে গেল ২০০৩ এর ১৮ ই ডিসেম্বরের কথা। সেদিনতো মনমোহন সিং বিরোধী দলনেতা হিসেবে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর কাছে আবেদন করেন দেশভাগের পর ইসলামিক দেশ গুলোতে সংখ্যালঘুরা বড্ড অত্যাচারিত। তারা যদি ভারতে আশ্রয় নেন তবে রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। আজ সেই নৈতিক দায়িত্ব পালনের সাংবিধানিক নাম সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। যা ওই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা একবেলা খেয়ে না খেয়ে প্রতিদিন যুদ্ধ করা, অনেক অসুবিধার সাথে রোজ প্রতিদিন সহিষ্ণুতার , আরো বেশী সহ্য করার শক্তি সংগ্রহ করা ছিন্নমূল পরিবার গুলোকে এক পশলা শান্তির বাড়তি স্বীকৃতির বৃষ্টি দেবে। ওই যে বাঙাল কলোনি, যেটাকে নাক সিঁটকে বলত ক্যাম্প, তারা আজ ক্যাম্প না পাড়ার লোক হবে। আমাগো একখান দ্যাশ ছিল। না। দ্যাশ আছে। তারা বলবে দ্যাশ আছে।

রামের চিত্রকথা যেভাবে ‘অমর’ হয়ে উঠল

কৌশিক মজুমদার

শুরুর গল্পটা অনেকের জানা। ১৯৬৭ সালে টেলিভিশনে একটি কুইজ শো দেখছিলেন ‘ইন্ডিয়া বুক হাউস’-এর কর্মচারী অনন্ত পাই। দেখলেন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অবলীলায় গ্রিক পুরাণের কঠিন সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু যে দিল্লিতে প্রতি বছর জায়গায় জায়গায় রামলীলা হয়, তারা সামান্য ‘রামের মায়ের নাম কী?’ প্রশ্নের উত্তর দিতে দশবার ঢেঁক গিলছে। অনন্ত পাই বুঝে গেলেন তাকে ঠিক কী করতে হবে।

বোম্বেতে ফিরে প্রথমেই নিজের স্ত্রী, ভাইপো-ভাইজিদের নিয়ে ছোট্ট একটা শিশু-কিশোরদের ম্যাগাজিন প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক। নাম দিলেন ‘ফ্যামিলি নিউজ’। নিজের হাতে তাতে পুরাণের নানা কাহিনি লিখতেন। কিন্তু তাতে তেমন সাড়া পাচ্ছিলেন না। এবার তার নজর পড়ল ছবিতে গল্পের দিকে। আই বি এইচের প্রকাশক মীরচন্দানীকে বলে বিদেশি ক্লাসিক ইলাস্ট্রেটেড সিরিজের দেশি রাইট নিয়ে কিছু বই হিন্দিতে ছেপে দেখলেন। সুবিধে হল না। এইখানে মীরচন্দানি একটা ভাল বুদ্ধি দিলেন পাইকে। বললেন, ‘আপনি বরং উল্টোটা চেষ্টা করুন না। বিদেশি গল্পকে দেশি ভাষায় না এনে দেশি গল্পকে ইংরাজিতে ছেপে দেখুন।’

১৯৬৭ সালে প্রথমবার ‘ইন্ডিয়া বুক হাউস’ থেকে ভারতীয় পুরাণের গল্পকে সম্বল করে কমিকস বেরল। কৃষ্ণ। লেখক অনন্ত পাই। আঁকিয়ে রাম ওয়াহিরকর। সাফল্য দেরিতে এল, কিন্তু এল। প্রথম দুই তিন বছর হাজার দশেক বিক্রির পর আচমকা বইয়ের বিক্রি আকাশ ছুঁল। আটের দশক আসতে না আসতে বিক্রি লাখ পেরল। ১৯৯০-তে অমর চিত্রকথা বিক্রি হতে লাগল ৮০ লক্ষের-ও বেশি! সেসব কথা থাক। কিন্তু যে রামায়ণের কুইজ দিয়ে আর রাম ওয়াহিরকরের হাত ধরে এই কমিকস সিরিজের যাত্রা শুরু সেখানে রামায়ণ যে আলাদা করে গুরুত্ব পাবেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সিরিজে কৃষ্ণের ঠিক চারটি বইয়ের পরেই এসেছে রাম নামের কমিকস। লেখক যথারীতি অনন্ত পাই। এখানে বলে রাখি, লব-কুশ বা সীতার পাতাল প্রবেশ-সহ পরের নানা ঘটনা এই বইতে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যতটুকু রেখেছেন সেটাই কিশোর উপযোগী ন্যারেটিভ লেখার এক অনবদ্য টেমপ্লেট হিসেবে থেকে যাবে। আবার একেবারে শুরু, মানে যেখানে দস্যু রত্নাকর বাল্মিকী হয়ে উঠছেন, যে গল্প এই রামায়ণে লেখেননি পাই। এখানে কাহিনিকে শিশুদের উপযোগী করে তুলতে শৃঙ্গাররত দুই বকের ব্যাধের দ্বারা বধ এবং আদিকবির মুখের প্রথম শ্লোক ‘মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম’ থেকে কামকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিলেন তিনি। প্রথম দশটি অমর চিত্রকথা সংখ্যার মধ্যে তিনটি ছিল রামায়ণের গল্প। একেবারে প্রথম ১ থেকে ১০ বিদেশি গল্পের অনুবাদ হওয়ার পর, ১১ নম্বর ছিল কৃষ্ণ। সে হিসেবে সিরিজের পরের তিনটি রাম আশ্রিত কাহিনি; ‘রাম’ (১৫); ‘রামের পুত্ররা’ (১৮) আর ‘হনুমান’ (১৯)। অন্য কাহিনির চেয়ে রাম কাহিনির জনপ্রিয়তা ছিল অনেক বেশি ফলে যত দিন যেতে থাকে অমর চিত্রকথার ঝুলিতে একে একে আসতে থাকে রামায়ণের নানা ছোট-বড় চরিত্র। প্রকাশ পায় ‘লঙ্কার প্রভু’, ‘বালী’, ‘দশরথ’, ‘রামের পূর্বপুরুষ’, ‘মহিরাবণ’ , ‘কুম্ভকর্ণ’ ইত্যাদি। রামকাহিনির উৎস ধরে প্রকাশিত হয় রামের নয় পূর্বপুরুষের গল্প। কালিদাসের রঘুবংশম-কে আশ্রয় করে। একেবারে শুরুর সংস্করণে পাইয়ের লেখা একটা সম্পাদকীয় নোট ছিল। তাতে লেখা ‘ধরা হয় রাম ছিলেন আদর্শ রাজা। গান্ধিজিও রামরাজ্য স্থাপনের কথা বলেছিলেন। রামের পূর্বপুরুষরাও কিছু বীর এবং মহান যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু রামের মত সর্বগুণের আধার ছিলেন না। বীরদের-ও চরিত্রে নানা দোষ থাকে, এদের-ও তেমনই ছিল। কারণ পুরাণ মিথ্যে বলে না’— আর তারপরেই তিনি এক অদ্ভুত বাক্য লিখলেন যা সরাসরি ইংরেজিতেই তুলে দিচ্ছি— ‘Like Rama– his ancestors also had flawed characters despite the glory of their personalities’ কিন্তু গোটা বইতে রামের কোনও flawed character দেখানোর পথে পাই হাঁটেননি। বরং তার পূর্বপুরুষ রঘু, অজ আর দশরথের চেয়ে রাম কত মহান বারবার সেটাই প্রমাণ করেন। সিরিজে কৃষ্ণের ঠিক চারটি বইয়ের পরেই এসেছে রাম নামের কমিকস। লেখক যথারীতি অনন্ত পাই। এখানে বলে রাখি, লব-কুশ বা সীতার পাতাল প্রবেশ-সহ পরের নানা ঘটনা এই বইতে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যতটুকু রেখেছেন সেটাই কিশোর উপযোগী ন্যারেটিভ লেখার এক অনবদ্য টেমপ্লেট হিসেবে থেকে যাবে। আবার একেবারে শুরু, মানে যেখানে দস্যু রত্নাকর বাল্মিকী হয়ে উঠছেন, যে গল্প এই রামায়ণে লেখেননি পাই।

পাইয়ের লেখা ‘রাম’ বইটি যে মূলত কম্বন আর তুলসীদাসের রামায়ণ মিলিয়ে মিশিয়ে লেখা হয়েছে, সেকথা পাই নিজেই স্বীকার করেছেন। বরং বালী, হনুমান, লঙ্কার প্রভু কাহিনিতে বাল্মিকীর প্রভাব স্পষ্ট। এদের মধ্যে দু’টি কুম্ভকর্ণ আর মহিরাবণের কাহিনি পাই নিয়েছেন আমাদের বাংলার ঘরের কবি কৃত্তিবাসের থেকে। শুরুতে সম্পাদকীয় নোটে সেই উল্লেখ-ও আছে। পরবর্তীকালে অমর চিত্রকথার রামায়ণ মূলত তিনটি আলাদা বই পায়। একটি ‘বাল্মিকীর রামায়ণ’। পেপারব্যাক। লেখক অনন্ত পাই। এটি একটি স্পেশাল এডিশন হিসেবে ছাপা হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬। ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় অওধিতে লেখা তুলসীদাসের রামায়ণের ইংরেজি কমিকস রূপ। এখানে সম্পাদক হিসেবে অনন্ত পাইয়ের নাম থাকলেও চিত্রনাট্য মার্জি শাস্ত্রীর। তবে সবচেয়ে বড় রামায়ণের প্রজেক্ট কিছুদিন আগেই (২০১৭) প্রকাশ করেছে অমর চিত্রকথা। এখানে ৬ খণ্ডের হার্ড কভারে ৯৬০ পৃষ্ঠায় বিপুলাকারে গোটা রামায়ণ ধরা হয়েছে। মূলত বাল্মীকির রামায়ণ আশ্রিত এই বিশাল কমিকস বাল কাণ্ড, অযোধ্যা কাণ্ড, অরণ্য কাণ্ড, কিস্কিন্ধা কাণ্ড, সুন্দর কাণ্ড আর যুদ্ধকাণ্ড নিয়ে তৈরি। এই গোটা বইটির স্ক্রিপ্ট লিখেছেন হারিনি গোপালস্বামী শ্রীনিবাসন। পাঁচজন শিল্পী মিলে এই দুরন্ত কাজটিকে রূপ দিয়েছেন যাদের মধ্যে আমাদের বাংলার শিল্পী অরিজিৎ দত্ত চৌধুরীও আছেন। একেবারে শেষে একটু এই বাংলার কথা বলি। এখনও যে কোন বাঙালি শিশুকে প্রথমবার রামায়ণের স্বাদ দিতে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ছবিতে রামায়ণের পরপরই যে রামায়ণের দিকে হাত বাড়ানো হয়, তা উপেন্দ্রকিশোরের রামায়ণ। রাজশেখর কৈশোরে আর তারপরেও রামায়ণের নেশা থাকলে আরও নানাবিধ। এর মধ্যে যদি আর একটিও রামায়ণ মাথা গলাতে পারে, তা অবশ্যই পাইয়ের অমর চিত্রকথা। সম্পূর্ণ কিশোরপাঠ্য হয়েও মূলানুগ, এবং রামায়ণের মূল রস এতে অক্ষুণ্ণ। কিশোরের সঙ্গে তাঁদের বাবা-মায়েরা পড়লেও অনেক কিছু জানতে পারবেন, যা আগে হয়তো জানা ছিল না। রামায়ণের পাঠান্তর, স্থানিক ভেদে গল্পের পরিবর্তন, চরিত্রের বিন্যাস— এই সমস্ত কিছু রেখে তুলি কালিতে ধরেছেন অমর চিত্রকথার লেখক শিল্পীরা। এত বড় মহাকাব্যকে এইভাবে ধরা সহজ কাজ না।

১৯৬৭ সালে প্রথমবার ‘ইন্ডিয়া বুক হাউস’ থেকে ভারতীয় পুরাণের গল্পকে সম্বল করে কমিকস বেরল। কৃষ্ণ। লেখক অনন্ত পাই। আঁকিয়ে রাম ওয়াহিরকর। সাফল্য দেরিতে এল, কিন্তু এল। প্রথম দুই তিন বছর হাজার দশেক বিক্রির পর আচমকা বইয়ের বিক্রি আকাশ ছুঁল। আটের দশক আসতে না আসতে বিক্রি লাখ পেরল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নীতিগত সিদ্ধান্ত : শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ১৯।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর এমন একটি গেটওয়ে যা বাংলাদেশের মাধ্যমে নেপাল, ভুটানের মতো ল্যান্ডলক রাষ্ট্রগুলোর সাথে সংযোগ রক্ষাকে সহজতর করবে। তিনি বলেন, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নীতিগত সিদ্ধান্ত।

তিনি মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনস্থ পার্লামেন্ট এলডি হলে জাপানের সাসাকাওয়া পিস ফাউন্ডেশনের ওশান পলিসি রিসার্চ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত ''বাংলাদেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর: মাতারবাড়ী দ্বারা বঙ্গোপসাগরে নতুন দৃশ্যের সূচনা'' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন কবিরের সঞ্চালনায় কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওশান পলিসি পিস ফাউন্ডেশনের রিসার্চ ফেলো ইমাদুল ইসলাম এবং গবেষক কামরান রেজা চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খুরশেদ আলম, জাপানের সাসাকাওয়া পিস ফাউন্ডেশনের ওশান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ড় হাইডে সাকাগুচি, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত কিমিনোরি ইওয়ামা এবং জাইকা বাংলাদেশের চীফ রিপ্রেজেনটেটিভ তমোহিডে ইচিগুছি কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন।

স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেন, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ পার্শবর্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

এই সমুদ্র বন্দর জলপথের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ সহজতর করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

স্পীকার বলেন, এই সমুদ্রবন্দর দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নিকট বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব তুলে ধরবে। তিনি বলেন, মহাসাগরকে ব্যবহারের পাশাপাশি এর টেকসই উন্নয়নের দিকেও মনোযোগী হতে হবে।

এসময় স্পীকার এধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য জাপানের ওশান পলিসি রিসার্স ইন্সটিটিউটকে ধন্যবাদ জানান।

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আব্দুস সালাম, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিসার্চ ফেলো, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গণমাধ্যম কর্মীরা কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

গুজরাটে ইস্তফা বিজেপি বিধায়কের

আমেদাবাদ, ১৯ মার্চ (হি. স.): গুজরাটে উলটপুরাণ! বিগত কয়েকদিন ধরেই গুজরাটে কংগ্রেসের নেতা-বিধায়করা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু সেখানে হঠাৎই উল্টোস্রোত। বরোদার সাভলি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক কেতন ইনামদার দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করলেন।

বিধায়ক হিসেবে পদত্যাগের চিঠিতে বিজেপি নেতা কেতন ইনামদার লেখেন, বিবেক বা অন্তরাত্মার ডাকে সাড়া দিয়েই তিনি ইস্তফা দিলেন। কেতনের ইস্তফার পিছনে মূলত দুটি কারণ আছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বরোদার বিদায়ী সাংসদ রঞ্জন ভট্টকে ফের টিকিট দেওয়া, আর কংগ্রেস ছেড়ে আসা নেতাদের বিজেপিতে বেশি গুরুত্ব ও দায়িত্ব পাওয়া।

কেতন বলেন, ''দীর্ঘ সময় ধরে দলের পুরনো এবং ছোট কার্যকর্তাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আমি অন্তত তেমনটাই মনে করছি। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকেও বিষয়টি জানিয়েছিলাম।'' তাঁর কণ্ঠে উষ্মা ঝরে পড়তেই দলের অন্দরে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

মহিলা সাংবাদিককে ধর্ষণের অভিযোগে আর্জেন্টিনায় ৪ ফুটবলার গ্রেফতার

বুয়েনোস আইরেস, ১৯ মার্চ(হি.স.) : আর্জেন্টিনা ভেলেজের সঙ্গে অ্যাটলেটিকো টুকুমেনের মধ্যে একটি খেলার পর হোটেল রুমে আর্জেন্টিনার ৪ ফুটবলার এক মহিলা সাংবাদিককে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ধর্ষণের অভিযোগে ৪ ফুটবলারকে আটক করেছে আর্জেন্টিনার পুলিশ। অভিযুক্ত এই ৪ ফুটবলার হলেন- উরুগুয়ের গোলকিপার সেবাস্টিয়ান সোসা, প্যারাগুয়ের মিডফিল্ডার হোসে ফ্লোরেনটিন, আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার ব্রাইয়ান কুফরে এবং আর্জেন্টিনার স্ট্রাইকার আবিয়েল ওসোরিয়ো।

পুলিশ জানিয়েছে, আপাতত ৪৮ ঘণ্টার জন্য এই ৪ ফুটবলারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর তাদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে বিচারক সিদ্ধান্ত নেবেন। ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপিতে যোগ প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিং সান্ধুর

দিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিং সান্ধু। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে তিনি যোগদান করেন। সূত্রের খবর, তিনি অমৃতসর লোকসভা আসন থেকে বিজেপির টিকিটে লড়তে পারেন।

এদিন তরণজিৎ সিং সান্ধু বলেন, গত ৪ বছরে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন আগের থেকে অনেক বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে। যুব সম্প্রদায় কাজের ক্ষেত্রে আগের থেকে অনেক সুযোগ পাচ্ছে। তিনি এও বলেন, গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করে তিনি বুঝেছেন যে, মোদীজি শুধুই উন্নয়নের কথা ভাবেন। সেটাই তাঁকে রাজনীতিতে আসতে উদ্বুদ্ধ করলো বলে জানান প্রাক্তন এই রাষ্ট্রদূত।

মানবাধিকার'ইস্যুতে আবার তৃতীয়বারের মতো আফগান সিরিজ স্থগিত করল অস্ট্রেলিয়া

দুবাই, ১৯ মার্চ (হি.স.) : এর আগেও আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের জের ধরে তাঁদের সঙ্গে দুই দফা সিরিজ বাতিল করেছিল অস্ট্রেলিয়া। আবারও তৃতীয়বারের মতো একই ইস্যুকে সামনে রেখে আফগানিস্তানের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত সিরিজ বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া। এদিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এই সময় বিশ্বজুড়ে মহিলা ও মহিলা-শিশুদের ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারটা নিয়ে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে এবং

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যত বড় চন্দ্রবোড়া বা কেউটে হোক, তাঁকে ঝাঁপিতে ভরে ফেলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় : শওকাত মোল্লা

জীবনতলা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচার ব্যবস্থার কলঙ্ক। বিচারপতির আসন থেকে যেভাবে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন তাতে মানুষের বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা উঠে যেতে বাধ্য। আর নিজেকে চন্দ্রবোড়া থেকে বেশি বিষধর বলছেন। সেই বিষধর সাপকে কিভাবে ঝাঁপিতে ভরে ফেলতে হয় সেটা জানা আছে তৃণমূলের। নাম করেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে শওকাত মোল্লা বলেন, উনি নিজেকে যতই বিষধর সাপ ভাবুন, মমতা বন্দোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার থেকে বড় ওঝা। ওনাকে কিভাবে ঝাঁপিতে পুরে ফেলতে হবে সেটা জানা আছে। আর তমলুকে তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই বিজেপিকে ওখানে ল্যাজে গোবরে করে ফেলেছেন। এভাবেই প্রাক্তন বিচারপতিকে কটাক্ষ করলেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শওকাত মোল্লা।

মঙ্গলবার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভায় জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই কটাক্ষ করেন শওকাত। এছাড়াও এদিন নওশাদকে আরও একবার কটাক্ষ করেন করেন শওকাত। বিজেপিকে পিছনের দরজা দিয়ে এ রাজ্যে ঢোকানোর পথ আইএসএফই মজবুত করছে নওসাদরা। পাশাপাশি, এদিনের মঞ্চ থেকে সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে আরও একবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন শওকাত মোল্লা, প্রতিমা মন্ডলরা। মানুষকে ভয় দেখিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে ভোট করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু তাদের সেই চক্রান্ত সফল হবে না বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। এ রাজ্যের ৪২ টি আসনের মধ্যে ৩৫ আসন তৃণমূল জিতবে বলে দাবি করেন শওকাত মোল্লা। রাজ্যের মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের পর দ্বিতীয় সর্বাধিক মার্জিনে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল জয়লাভ করবে বলে আশাবাদী তৃণমূল নেতৃত্বরা।

ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব : ২১ মার্চ আফগানিস্তানের ম্যাচ দিয়ে ভারতের শুরু

কলকাতা, ১৯ মার্চ(হি.স.) : এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ভারতের সবচেয়ে সফল অভিযান ছিল ২০০২ সালে, যেখানে ব্লু টাইগাররা ৬ টি খেলায় ১১ পয়েন্ট অর্জন করেছিল, যদিও ভারতের বিশ্বকাপে যোগ্যতা অনেক দূরের লক্ষ্য,তবুও ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আমরা সবসময়ই আশা রাখি। আসুন দেখে নেওয়া যাক বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ভারতের সেরা কিছু ফলাফল।

১৯৯৮ বাছাইপর্ব:

ভারত -২ : ফিলিপাইন-০

১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ভারত শক্তিশালী ফিলিপাইনকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছিল। রমন বিজয়ন এবং ব্রুনো কৌতিনহোর গোলগুলি করেছিলেন। গ্রুপ পর্বে কাতার ও শ্রীলঙ্কার চেয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ছিল ভারত।

বাছাইপর্ব : ২০০২

ভারত-১ : ইউএই-০

২০০২ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে শক্তিশালী ইউএই-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ভারত জিতেছিল জুলেস আলবার্তোর গোলে।

বাছাইপর্ব : ২০০২

ভারত-৫ : ব্রুনাই -০

সুখবিন্দর সিং-এর কোচিংয়ে ভারত ২০০২ সালের ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্রুনাইকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিল। ব্লু টাইগারদের হয়ে গোলগুলি করেন আলবার্তো, আইএম বিজয়ন, বাইচুং ভুটিয়া, জো পল আনচেরি এবং হাকিম আবদুল। এই জয়টিই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়।

এই ২০০২ বিশ্বকাপ বাছাই অভিযানে ভারত সেরাদের মধ্যে একটা দল ছিল। কারণ তাঁরা ১১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইয়েমেনের সঙ্গে গ্রুপ স্ট্যান্ডিং-এ তৃতীয় স্থানে ছিল।

বাছাইপর্ব : ২০০৬

ভারত-১ : সিঙ্গাপুর-০

গোয়ার ফাতোর্দা স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ভারত ১-০ ব্যবধানে জয়লাভ করে। জয়সূচক গোলটি করেছেন রেনেডি সিং। স্টিফেন কনস্টানটাইন ছিলেন এবারের কোচ।

বাছাইপর্ব : ২০২২

ভারত-০ : কাতার-০

দোহার জসিম বিন হামাদ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এএফসি কাপ ২০১৯ চ্যাম্পিয়ন কাতারের বিরুদ্ধে ভারত একটি প্রশংসনীয় ড্র করেছিল। এই দলের কোচ ছিলেন ইগর স্টিম্যাক।

বাছাইপর্ব : ২০২৬

ভারত-১ : কুয়েত-০

চলতি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে কুয়েতের মাঠে কুয়েতের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেছে ভারত। সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করছেন সুনীল ছেত্রীরা। জয় সূচক গোলটি করেন মনবীর সিং।

এরপর ২০২৪ সালের ৬ জুন হোম ম্যাচে কুয়েতের মুখোমুখি হবে ভারত। এই গ্রুপের বাকি ২ দল ২০২২ সালের বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার ও আফগানিস্তান। ২১ মার্চ প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারত খেলবে আফগানিস্তানের মাঠে।

গার্ডেনরিচে নওশাদ, জড়িত নেতাদের ধরার বার্তা, ক্ষুব্ধ তৃণমূল

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় কলকাতা পুরসভা এবং প্রশাসনকেই দায় নিতে হবে বলে দাবি জানালেন নওশাদ সিদ্দিকি। মঙ্গলবার সকালে গার্ডেনরিচের দুর্ঘটনাস্থলে হাজির হন আইএসএফ নেতা। সেখানেই তিনি প্রশ্ন তোলেন শহরের বুকে জলাশয় বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে।

তাঁর যুক্তি, এই ধরনের বেআইনি কাজে শুধু একা প্রোমোটারকে দায়ী করে তাঁকে জবাই করলে চলবে না। আরও যাঁরা এই ধরনের বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত থাকেন, তাঁদেরও গ্রেফতার করতে হবে। নওশাদের দাবি, ''তাতে যদি কোনও বড় নাম উঠে আসে, সেটা দেখলে চলবে না। যাঁরা যাঁরা দায়ী, প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে হবে।''

মঙ্গলবারই গার্ডেনরিচে যান আইএসএফ নেতা নওশাদও। সকালে সেখানে পৌঁছে প্রশাসনের কাছে পাঁচ দফা দাবি জানান তিনি। দাবিগুলি হল১) সরকারের পক্ষ থেকে যে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে, তা আরও দ্রুত গতিতে হতে হবে।

২) পুকুর বুজিয়ে এবং জলাশয় বুজিয়ে কী ভাবে বেআইনি ভাবে বহুতল বানানো হল, তার দায়ভার কলকাতা পুরসভা এবং প্রশাসনকে নিতে হবে।

৩) জনরোষকে চাপা দিতে শুধু প্রোমোটারকে গ্রেফতার করিয়ে তাঁর উপর দোষ চাপিয়ে পিঠ বাঁচানো যাবে না। মানুষকে এ ভাবে ভুল বোঝানো যাবে না।

৪) যাঁরা এই অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে হবে। তাঁদের মধ্যে যদি বড় কোনও নাম বেরিয়ে আসে, তবে তাঁকেও গ্রেফতার করতে হবে।

৫) যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যাঁদের কোনও আত্মীয়-স্বজন মারা গিয়েছেন, তাদের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, যত দিন না তাঁদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তাঁদের বাড়ি ভাড়া দিয়ে সরকারকে রাখতে হবে।

গার্ডেনরিচে দাঁড়িয়ে নওশাদ বলেন, ''আমি এখানে রাজনীতি করতে আসিনি। মানুষের কথা ভাবা আগে দরকার। আমি সেটাই করতে এসেছি।'' যার জবাবে তৃণমূল এবং কলকাতা পুরসভার বক্তব্য, ''ভোটের আগে এক গুচ্ছ অবান্তর দাবি তুলে রাজনীতি করলে চলবে না। প্রশাসনের যা করণীয়, তার প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।''

ঋণ চাই, ধার নেবেন ফোনের জ্বালায় বিরক্ত খোদ বিচারপতি

কলকাতা, ১৯ মার্চ, (হি.স.): ফোন তুললেই একটা কথা 'লোন লাগবে? ক্রেডিট কার্ড লাগবে?' কতটা বিরক্তি লাগে বলুন। একবার কল কেটে দিলে অন্য নম্বর থেকে আবার ফোন আসে? জানেন কি শুধু আপনি নন, খোদ বিচারপতিও বিরক্ত এই ফোন আসা নিয়ে। মঙ্গলবার ভরা এজলাসেই জানালেন সে কথা।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা আজ এজলাসে বসেই করলেন এহেন অভিযোগ। একটি মামলার শুনানির মধ্যে রাজ্যের কেঁশলিকে বিচারপতি মান্থা বলেন, ''প্রতিদিন সকাল থেকে সাত-আটবার করে দু'টো ব্যাঙ্কের নামে ফোন করা হচ্ছে। এটা রীতিমতো হেনস্থার পর্যায় পৌঁছেছে। দয়া করে একটা কিছু করুন।''

যে সময় বিচারপতি এজলাসে এই মন্তব্য করছেন, তখন কোর্টরুমে ভর্তি আইনজীবী। অনেকেই সায় দিয়ে বললেন, তাঁরাও বিরক্ত। একই ধরনের ঘটনা তাঁদের সঙ্গেও ঘটছে। বিচারপতি মান্থা আরও বলেন, ''এইভাবে ব্যাঙ্কের লোন ও ক্রেডিট কার্ড বলে রোজ ফোন করছে। হেনস্থা হচ্ছি। এমনকী নম্বর ব্লক করলে অন্য কোনও নম্বর থেকে সেই একই ভাবে কল আসছে। আবার কোনও কোনও নম্বর আইডেন্টিফাই পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। এইভাবে গত সপ্তাহ দুয়েক ধরে ফোনের জ্বালায় চরম নাজেহাল হচ্ছি।'' সাধারণত বিচারপতিদের কাছে সকলে নালিশ করতে আসেন। বিচারপতির নালিশে পুলিশ নড়েচড়ে বসে কি না সেটাই দেখার।

এনডিএ-কেই ভোট দেবেন তামিলনাড়ুবাসীরা: নরেন্দ্র মোদী

সালেম, ১৯ মার্চ (হি.স.) : তামিলনাড়ুবাসী বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে ভোট দিতে মনস্থির করেছে, মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তামিলনাড়ুর সালেমে বিজেপির নির্বাচনী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, তামিলনাড়ুবাসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী ১৯ এপ্রিল তাঁরা প্রতিটা ভোট বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কেই দেবে। এবার ৪০০ পার হয়েই যাবে। তামিলনাড়ুতে বিজেপি যে জনসমর্থন পাচ্ছে সেটা সারা ভারতবাসী দেখছে এবং সেটা নিয়ে সর্বস্তরে আলোচনাও হচ্ছে। তিনি এদিন আরও বলেন, গতকাল আমি কোয়েম্বাটুরে রোড শো করেছি।

বিজেপিতে যোগ সীতা সোরেনের

দিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের ভাইয়ের স্ত্রী সীতা সোরেন মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। দিল্লিতে বিজেপির কার্যালয়ে এদিন সীতা দলে যোগ দেন।

বিজেপিতে যোগ দিয়ে এদিন প্রাক্তন জেএমএম বিধায়ক সীতা সোরেন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি ১৪ বছর ধরে পার্টির (জেএমএম) জন্য কাজ করেছি, কিন্তু পার্টি থেকে আমার প্রাপ্য সম্মান কখনই পাইনি। এই কারণে আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। আমি আমার অবস্থার কথা প্রধানমন্ত্রী মোদী, জে পি নাড্ডা এবং অমিত শাহকে জানানোর পরই আমি আজ বিজেপিতে যোগদান করেছি। আমাদের ঝাড়খণ্ড এবং আদিবাসী ভাইদের জীবন বাঁচাতে হবে। সেজন্য ঝাড়খণ্ডে পরিবর্তন দরকার।'

দিল্লিতে শাহর সঙ্গে বৈঠক রাজ ঠাকরের, জোটে যোগদানের জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি. স.): মঙ্গলবারেই কি বিজেপির হাত ধরতে চলেছে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস)? জল্পনা উস্কে দিল্লি পৌঁছলেন এমএনএস প্রধান রাজ ঠাকরে। দিল্লি পৌঁছেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করলেন এমএনএস প্রধান রাজ ঠাকরে।

লোকসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। এবার বিজেপির টার্গেট চারশো আসন পার করা। সেই কাজে তাঁরা সচেষ্ট। সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরেকে বাগে আনতে এবার রাজ ঠাকরেকে আসরে নামাতে চলেছে বিজেপি।

সোমবার রাতেই রাজের সঙ্গে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের কথা হয়েছে।

মঙ্গলবার অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেন রাজ। তাঁর মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনাকে সঙ্গে নিয়ে এবার ভোটে লড়তে চাইছে বিজেপি। এই বৈঠক নিয়ে রাজকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এখানে আলোচনার জন্য এসেছি। দেখা যাক কী হয়। ইতিমধ্যে বিজেপির কাছে তিনটি আসন দাবি করেছে রাজ। তবে রফা যাই হোক না কেন এবার মহারাষ্ট্র থেকে বিজেপি যে প্রচুর আসন টার্গেট করছে তা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের ক্ষমতায় এই মুহূর্তে 'মহাজুটি'। যে জোটে রয়েছে শিবসেনার একনাথ শিণ্ডে শিবির, বিজেপি ও অজিত পওয়ারের এনসিপি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের আগে জোট-জট এখনও অব্যাহত এনডিএ-তে।

শিণ্ডে ও অজিত পওয়ারের সঙ্গে চূড়ান্ত সমঝোতা হয়নি পদ্ম শিবিরের। এই পরিস্থিতিতে রাজ যদি জোটে যোগ দেন, তাহলে যে জটিলতা আরও বাড়বে, সেব্যাপারে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। ফলে সব মিলিয়ে চাঞ্চল্য মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে।

পুরনো বাড়ির অংশ ভেঙে বৈদ্যবাটিতে আহত ২, ঘটনাস্থলে প্রশাসন

হুগলি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : হুগলির বৈদ্যবাটিতে মঙ্গলবার হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি পুরনো বাড়ির একাংশ। আহত বাড়ি ভাঙার কাজে যুক্ত দুই শ্রমিক। গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ার আতঙ্কের মধ্যেই বৈদ্যবাটির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

সূত্রের খবর, বৈদ্যবাটি চৌমাথায় জিটি রোডের ওপর গত কয়েক দিন ধরেই একটি পুরোনো বাড়ি ভাঙার কাজ চলছিল।

মঙ্গলবার দুপুরে সেই বাড়ি ভাঙার কাজ চলাকালীনই জিটি রোডের ওপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়িটির একাংশ। কর্মরত দুই শ্রমিক আহত হন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, একটুর জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। ঠিকাদার-সহ তিন জনকে আটক করা হয়েছে। বাড়িটি অনুমতি নিয়ে ভাঙা হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দাড়িভিটকাণ্ড : প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : দাড়িভিটে গুলিতে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার রাজ্যের আবেদন মেনে মামলা করার অনুমতি দিল আদালত। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আগামী সপ্তাহে রাজ্যের আবেদনের শুনানি হতে পারে।

গত ১৫ মার্চ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। সেই শুনানিতে রাজ্য সরকার এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই মামলাতেই অতীতে বিচারপতি মান্থা তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) হাতে তুলে দেন।

সেই সঙ্গে তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারকে। অভিযোগ, ১০ মাস কেটে গেলেও আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি। সেই অভিযোগ তুলেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মৃতের আত্মীয় নীলকমল সরকার। গত শুক্রবারের শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী পার্থ ঘোষ বলেছিলেন, ''রাজ্য সরকার এখনও কোনও ক্ষতিপূরণ দেয়নি। কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। এমনকি, এনআইএ-এর হাতে তদন্তের নথিও তুলে দেয়নি সিআইডি।''

কেন আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি মান্থা। সেই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডির বিরুদ্ধে রুল জারিও করেছিলেন তিনি। বিচারপতি তাঁর নির্দেশে বলেছিলেন, আগামী ৫ এপ্রিল রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডিকে আদালতে হাজিরা দিয়ে জানাতে হবে কেন আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি। বিচারপতি মান্থার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এ বার প্রধান বিচারপতির ডিভিশনে মামলা দায়ের করল রাজ্য সরকার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা পশুপতি কুমার পারসের

পাটনা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন পশুপতি কুমার পারস। মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের একথা জানান রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান পশুপতি কুমার পারস।

উল্লেখ্য, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিহারে আসন ভাগাভাগি নিয়ে ক্ষুব্ধ রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান পশুপতি কুমার পারস। তারপরই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। পদত্যাগ প্রসঙ্গে পারস বলেছেন, তাঁর এবং তাঁর দলের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে।

রাজগঞ্জে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসিকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলাহাটের ডলিজোট এলাকায় মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের দেহ পাওয়া যায়। মৃত যুবকের নাম রিত রাই (২৩)।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রিত শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রিতের দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কেন রিত এই পদক্ষেপ নিল তা বুঝতে পারছে না পরিবার। ঘটনাটি রাজগঞ্জ থানার পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রাতে নিদ্রাজনিত সমস্যা সমাধানে আপনার যা যা করণীয়

রাতে ঘুম নিয়ে মানুষের সমস্যার কোনো কমতি নেই। বেশিরভাগ মানুষ সময়মত ঘুমাতে পারেন না। বিছানায় শোবার পরও ঘুম আসার কোনো খবর থাকে না। যার ফলে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা।

যাই হোক, সকলের পর্যাপ্ত পরিমাণ ও সময়মত ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য কিছু সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলেই নিদ্রাজনিত সমস্যা দূর হতে পারে। আসুন জেনে নেয়া যাক সেই জাদুকরি উপায়- অন্ধকার ঘর: ঘুমানোর সময় অবশ্যই ঘরের সব আলো বন্ধ করতে হবে। কারণ আলো জ্বললে চোখে ঘুম আসতে চায় না।

স্নান: ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাওয়ার আগে সামান্য উষ্ণ জলে স্নান করুন। এতে স্ট্রেস কমবে, রিল্যাক্সও হবেন। ঘুম হবে ভাল।

অল্প খাবার: রাতে খুব অল্প খান। রাতে বেশি খেলে তা হজম হতে অনেক সময় লাগে। ফলে ঘুম আসতে চায় না।

ব্যায়াম: রাতে ওয়ার্ক আউট না করাই ভাল। এতে শরীরে বেশি এনার্জি আসে। ফলে ঘুম আসতে চায় না। তাই রাতে ব্যায়াম করা পরিহার করুন।

চকোলেট: ঘুমানোর আগে চকোলেট মোটেই খাবেন না। চকোলেটে থাকে ক্যাফেন। যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

রাতের স্ন্যাক্স: লেট নাইট করা যদি আপনার অভ্যাস হয় তাহলে নিশ্চয়ই টুকটাক স্ন্যাক্সেও অভ্যস্ত? রাতে খিদে পেলে খান, তবে অল্প। আর তা যেন কখনই ভারি না হয়।

মেডিটেশন করুন : এই উপায়টি ঘুমানোর ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর। মেডিটেশনটি এরকম- চোখ বন্ধ করে বাসার ছাদ বরাবর তাকিয়ে থাকুন এবং চোখের মনি আনুমানিক ১৯ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেল এ রাখুন। তারপর বাসার ছাদে একটা বিশাল সাদা রং এর পর্দা কল্পনা করুন। আর তার মধ্যে হালকা নিল রঙের একটা সংখ্যা কল্পনা করুন, তাহলো ১৯। এরপর তা আসতে আসতে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং আবার আসতে আসতে আরেকটা সংখ্যা আসছে, তাহলো ১৮। এইভাবে উল্টো কাউন্ট করতে থাকুন। তবে তা খুব ধীরে ধীরে। এইভাবে কিছুক্ষণ করার পর দেখবেন আপনার ঘুম চলে আসছে।

পিসিওসি-এর সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত

প্রজননের বয়সকালে ৮ থেকে ১৩ শতাংশ মহিলা ভুগছেন পিসিওএস বা পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোমে। মূলত দেহে পুরুষ হরমোনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে পিসিওএস-এর সমস্যা দেখা দেয়। পিসিওএস-এর জেরেই মুখে রোমের আধিক্য বেড়ে যায়, মুখ ও পিঠভর্তি ব্রণ বেরোতে থাকে, চুল পড়া বেড়ে যায়। এছাড়া ওজন বাড়তে থাকে।

আর পিসিওএস-এর ক্ষেত্রে অনিয়মিত ঋতুস্রাব এবং ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা জোরাল হতে থাকে। পিসিওএস-এর স্থায়ী সমাধান নেই। চিকিৎসকদের মতে, স্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইল মেনে চললে পিসিওএস-এর উপসর্গগুলো কমানো যায়। তবে, এক্ষেত্রে আপনি আয়ুর্বেদের সাহায্যও নিতে পারেন।

আয়ুর্বেদিক ভেষজ: আয়ুর্বেদিক উপায়ে পিসিওএস-এর সমস্যাকে বশে রাখতে আপনি বেশ কিছু ভেষজ উপাদানের সাহায্য নিতে পারেন। অশ্বগন্ধা, দারুচিনি ও হলুদের মতো উপাদানকে নিত্যদিনের সঙ্গী করে তুলুন। এই তিনটি ভেষজ উপাদান কর্টিসলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, মাসিক চক্রকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে এবং শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, যা পিসিওএস-এর ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

আয়ুর্বেদিক ডায়েট: স্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইলে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ডায়েট। আপনি কী খাচ্ছেন, কতটা পরিমাণে খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন-এই সব বিষয়গুলো আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। আয়ুর্বেদের মতে, খাদ্যতালিকা থেকে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ কমিয়ে দিন। নুন খাওয়া কমান। এমনকী শর্করাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। তার বদলে তাজা ফল, সবজি, গোটা শস্য, বাদাম, বীজ ইত্যাদি খান। এতে দেহে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হবে এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় থাকবে। শরীরচর্চা: আয়ুর্বেদের মতে, পিসিওএস-এর সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে শরীরচর্চা করা জরুরি। এতে দেহে হরমোনের ভারসাম্য বজায় থাকে। পাশাপাশি ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট যোগব্যায়াম করুন। এতে আপনার ঋতুচক্র নির্দিষ্ট সময় অন্তর হবে এবং ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সমস্যাগুলো কমবে। মানসিক চাপ কমান: পিসিওসি-এর সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। মানসিক চাপ আপনার দেহে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। যার জেরে একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই মানসিক চাপকে কমিয়েও আপনি পিসিওএস-এর উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।

চিনি খাওয়া বিষ, তার পরিবর্তে খান কোকোনাট সুগার

চিনি বিভিন্ন ধরণের খাবারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই চিনি বিষের চেয়ে কম কিছু নয়। অতিরিক্ত চিনি খেলে ক্রমে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। অতিরিক্ত চিনি খেলে উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং ফ্যাটি লিভারের মতো স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। তাই বর্তমানে বিশেষজ্ঞকা সাদা চিনির পরিবর্তে এর স্বাস্থ্যকর বিকল্পও বেছে নিতে পরামর্শ দেন।

তা এর জন কী খাবেন?

কখনও নারকেল চিনির কথা শুনেছেন? হ্যাঁ,চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসাবে নারকেল চিনি বেছে নিতে পারেন। নারকেল গাছের ফুলের রস থেকে এই চিনি তৈরি করা হয়। এই চিনি স্বাস্থ্যের জন বেশ উপকারীও। আসুন জেনে নেওয়া যাক, এই চিনির গুণাগুণ

রক্তে শর্করার মাত্রা:

নারকেল চিনি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এতে রয়েছে ফাইবার। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। এই চিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য খুবই উপকারী। নিয়মিত চিনির পরিবর্তে নারকেল চিনিও ব্যবহার করতে পারেন।

ওজন কমাতে:

নারকেল চিনিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। এটা খাওয়ার পর অনেকক্ষণ পেট ভরে যায়। এটি আপনার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে তাই এই বিশেষ চিনি খেলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কম প্রক্রিয়াজাত চিনি: নারকেল চিনি নিয়মিত সাদা চিনির তুলনায় কম প্রক্রিয়াজাতয। এটি অত্যন্ত পরিশ্রুত তাই নারকেল চিনি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

নারকেল চিনির পুষ্টিগুণ:

নারকেল চিনিতে ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন এবং পটাসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এই চিনি খাওয়ার ফলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতাও পাওয়া যায়। কী সেগুলি? জানুন

হাইপোগ্লাইসেমিয়া:

এই চিনি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সমস্যা সারাতেও সাহায্য করে। হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সমস্যায় কাঁপুনি, মাথা ঘোরা এবং বমি বমি ভাবের মতো উপসর্গ দেখা যায়। এই ধরনের সমসা কমায় নারকেলের চিনি।

রক্ত সঞ্চলন উন্নত করে:

নারকেল চিনি খেলে রক্ত সঞ্চলনও ভাল হয়। এই চিনি শরীরে আয়রনের ঘাটতিও পূরণ করে। এছাড়া এতে রয়েছে জিঙ্ক, যা চুলের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে। শুধু তাই-ই নয়, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এই চিনি হাঁড় মজবুত করতেও সাহায্য করে। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওযুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে রাখুন করলা

প্রথম পাতে তেঁতো রাখার চল বাঙালিদের মধ্যে পুরনো। কিন্তু এই তেঁতো স্বাদের জন্য অনেকেই করলার তৈরি পদ খেতে পছন্দ করেন না। তবে, স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে হলে আপনাকে তেঁতোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই হবে।

ডায়াবেটিসের রোগীদের করলা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তেঁতো স্বাদ হলেও করলা ইনসুলিন হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এতে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু সুগার লেভেল ঠিক রাখা ছাড়াও এই সবজির আরও গুণ রয়েছে। প্রতিদিন করলা সেদ্ধ কিংবা করলা জুস পান করে আপনি ওজনও কমাতে পারেন। এই সবজি আপনার মেটাবলিক হার বাড়ায় এবং এতে ক্যালোরির পরিমাণ কম এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি। এতে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ওজন কমানো সহজ হয়। করলা পুষ্টির ভাণ্ডার। এই সবজির মধ্যে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, পটাশিয়াম, ফোলেট ও আয়রন রয়েছে। তাই রোজ করলা খেলে আপনার দেহে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি হবে না। পাশাপাশি বাড়বে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ করলা। এতে ফ্ল্যাভনয়েড ও পলিফেনল নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী রোগের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। এতে আপনি রোগমুক্ত জীবন কাটাতে পারেন। ফাইবার থাকায় করলা খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয় না। পাশাপাশি এটি অন্ত্রের ভাল ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি সাহায্য করে। তাই পেটের গণ্ডগোল রুখতেও আপনি করলা খেতে পারেন। করলা ডায়াবেটিসের পাশাপাশি কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্যও উপযোগী। এই সবজি খেলে আপনার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সহজেই হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারবেন। প্রতিদিন করলার রস পান করলে এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। এতে লিভারের পাশাপাশি ত্বকও ডিটক্সিফাই হয়। এতে ত্বকও সুস্থ থাকে এবং আপনি ব্রণ, ফুসকুড়ির মতো সমস্যা থেকেও দূরে থাকতে পারেন।

টাইট জিনস পরেন? হতে পারে ভয়ঙ্কর বিপদ

টাইট জিনস পরা আজকাল ফ্যাশন সিম্বল হয়ে উঠেছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি এই ধরনের জিনস পরে থাকেন। অফিস কিংবা অন্যত্র, টাইট জিনস বেছে নেনে তাঁরা। দেখতে ভাল লাগলেও এই ফ্যাশনই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে বিপদের দিকে। অবাক হচ্ছেন তো? তবে এটাই সত্যি। আঁটোসাঁটো জিনসেই বাড়ছে বিপদ। হচ্ছে একাধিক স্বাস্থ্যের সমস্যা। তাই সতর্ক হতে হবে। জানুন কী ক্ষতি করছেন শরীরের

পিঠে ব্যথা: এই ধরনের জিনস পরলে অনেক সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল কোমরে ব্যথা। টাইট জিনস পরার কারণে হিপ জয়েন্ট এবং মেরুদণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে. ফলে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। এটিকে সাধারণ ব্যথা বলে অনেকসময়ই এড়িয়ে যায় মানুষ। তারা বুঝেই উঠতে পারেন না যে, জিনসের কারণে এই সমস্যা হচ্ছে।

জরায়ু সংক্রমণ:

টাইট জিনস পরার ফলে অনেক মহিলার অল্প বয়সেই জরায়ু সংক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলারা প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রমণ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নন। যদি সময়মতো জরায়ু সংক্রমণের চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে মহিলাদের পরবর্তীতে মা হতে অসুবিধা হতে পারে। এ জন্য ঢিলেঢালা জিনস পরাই ভাল।

পেশীর দুর্বলতা:

টাইট জিনস পরার কারণে তলপেটের এবং কোমরের পেশী ধীরে-ধীরে দুর্বলহয়ে পড়ে। টাইট জিন্স, শরীরের সঙ্গে এমনভাবেই চেপে বসে থাকে যে, হাড় এবং জয়েন্টগুলির নাড়াচড়ায় সমস্যা তৈরি হয়। এ কারণে পিঠ ও কোমর ছাড়াও পায়ে ব্যথা হয়। এবং ক্রমে পেশী দুর্বল হতে থাকে।

ত্বকে চুলকানি এবং জ্বালা:

দীর্ঘ সময় ধরে টাইট বা ফিটিং জিনস পরলে কখনও কখনও ত্বকে তীব্র চুলকানি এবং জ্বালাপোড়ার সমস্যা হতে পারে। কারণ টাইট জিনস পরলে অনেকসময়ই গোপনাঙ্গে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঘাম হয়, কিন্তু সেই ঘাম শুকোয় না। এ কারণে ত্বকে তীব্র চুলকানি ও জ্বালাপোড়ার সমস্যা দেখা দেয়। শুধু তাই-ই নয়, টাইট জিন্স পরা মহিলাদের মধ্যে ভালভাডিনিয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

শরীরের জন্য খুবই উপকারী হল কলা

শরীরের জন্য খুবই উপকারী হল কলা। কলা আমাদের পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখে আর কলার মধ্যে পুষ্টিও প্রচুর পরিমাণে থাকে। কলার মধ্যে ফাইবারের ভাগ বেশি থাকে। এই ফাইবার জলে দ্রবণীয়। আর এই ফাইবার হজম করতে সুবিধে হয়। ফাইবার থাকে বলে কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও সাহায্য করে। আর রোজ নিয়ম করে কলা খেলে নিয়মিত মলত্যাগও অনেক সহজ হয়ে যায়। আর কলা প্রোবয়োটিক হিসেবেও কাজ করে, যা অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়া তৈরি করতে সাহায্য করে। আমেরিকান পুষ্টিবিদ এরিন কেনির মতে, ফাইবার ছাড়াও কলায় প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টুলিগোস্যাকারাইড (এফওএস) থাকে। চঞ্জছ হল এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট যা আমাদের শরীর হজম করতে পারে না তবে অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়া তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে কলা নিয়ম করে খেতে হবে। ২০১১ সালে অ্যানারোব জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর কলার প্রভাব পরীক্ষা করেন। আর সেখানেই দেখা গিয়েছে রোজ কলা খেলে অন্ত্রে বিফিডোব্যাকটেরিয়া এবং ল্যাকটোব্যাসিলির মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এতে হজমের সমস্যাও ভাল হয়। ২০১৮ সালে ইউরোপীয় জার্নাল অফ ক্লিনিকাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় আইবিএস সমস্যার উপর গবেষণা করা হয়। এই সমস্যা হলে অন্ত্রে ফোলাভাব, ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে কলা খেলে অনেকটা সুরাহা হয়।

রোগমুক্ত শরীর চান? রোজ খালি পেটে খান আমলকির রস

আমলকির বহুবিধ গুণ। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী আমলকি হল নানা রোগের মহৌষধ। ইমিউনিটি বাড়াতে আমলকির জুড়ি নেই। রক্তও পরিশ্রুত করে। তা ছাড়া বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজের সমাহার ত্বক এবং চুলে পুষ্টিও জোগায়।

কাঁচা চিবিয়ে খান বা রস করে, উপকার পাবেন দুই পদ্ধতিতেই। তবে সকালবেলা খালি পেটে আমলকির রস পানেই অনেক রোগ নিরাময় হয়ে যায়।

সুস্থ থাকে শরীর। এক ঝলকে দেখে নিন খালি পেটে আমলকির রস পানে কী কী উপকার পাওয়া যায়।

আমলকি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যে ভিটামিনগুলি, সেই তালিকায় একেবারে উপরের দিকেই রয়েছে ভিটামিন সি। আমলকির রসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে ভিটামিন সি-এর কদর কম নয়। তাই রোজ সকালে খালিপেটে আমলকির রস খেতে পারলে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তো বাড়বেই। পাশাপাশি সাধারণ ঠান্ডা লাগা, সর্দি-কাশি এবং সংক্রমণ থেকেও সুরক্ষিত থাকবে শরীর। অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ রয়েছে

আমলকিতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি বা প্রদাহ-বিরোধী গুণ, যা শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগেরও উপশম করে। নিয়মিত আমলিক খেলে জয়েন্টের ব্যথা এবং ফোলা কমতে পারে।

হজমে সহায়তা করে

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ আমলকি হজম ক্ষমতা বাড়ায়। মেটাবলিজম বা বিপাকে সাহায্য করে। বদহজম, অ্যাসিডিটি এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দূর করে। ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই রোজ সকালে খালি পেটে খান আমলকির রস।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে

ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী আমলকির রস। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, নিয়মিত আমলকির রস খেলে কোলেস্টরলও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

হার্ট সুস্থ রাখে

আমলকির মধ্যে রয়েছে উচ্চ ফাইবার, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা হৃতিণ্ডের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং হার্ট সুস্থ রাখে। শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বার করে দেয়

আমলকির রস শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ ছেঁকে বার করে দেয়। ফলে লিভার ভাল থাকে, ত্বক পরিষ্কার হয়, এনার্জি লেভেল বাড়ে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

ত্বকের জন্য ভালো

আমলার রসে থাকা ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায় এবং অতিবেগুনী রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে। ফলে ত্বক সুস্থ থাকে। চুলের বৃদ্ধি ঘটায় আমলকি চুলের জন্যও উপকারী। আমলকির রস পানে চুলের ফলিকল মজবুত হয়, চুল পড়া কমে এবং চুলের সামগ্রিক গুণমান ও গঠন উন্নত হয়।

মানসিক চাপ কমায় আমলকিতে রয়েছে অ্যাডাপ্টোজেনিক বৈশিষ্ট্য, যা স্ট্রেস কমাতে এবং মানসিক স্থিতি উন্নত করতে সাহায্য করে।

চোখের জন্য ভাল

আমলকি ভিটামিন এ-এর দুর্দান্ত উত। এই ভিটামিন চোখের জন্য খুবই উপকারী। দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। নিয়মিত আমলকির রস পানে চোখ সুস্থ থাকে। ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এবং ছানি পড়ার ঝুঁকি কমাতে পারে। আমলকির জুস তৈরি করবেন কী ভাবে? কয়েকটা আমলকি ভাল করে জলে ধুয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে ফেলুন। বীজটা বাদ দিন। মিক্সিতে অল্প জল দিয়ে মিহি করে বেটে নিন আমলকি। এই পেস্টে এক টুকরো আদা এবং পরিমাণমতো মধু দিয়ে আবারও ব্লেন্ড করুন। এবার আমলকির এই মিশ্রণ থেকে রস ছেঁকে নিয়ে পান করুন। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

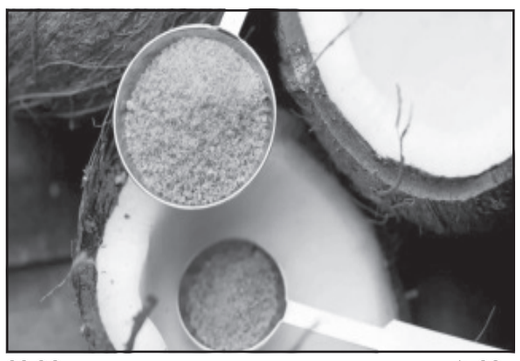

সাধের তেলাপিয়া মাছেই লুকিয়ে বিপদ! বিকল হচ্ছে অঙ্গ

"মাছেভাতে বাঙালি"-আর বাঙালির পাতের খুব পরিচিত মাছ তেলাপিয়া। দামও খুব একটা বেশি নয়। তাই মধ্যবিত্তের সংসারের অন্যতম সঙ্গী এই মাছ। বড় আরাম করে তেলাপিয়ার ঝাল-ঝোল খায় বাঙালি। জানলে অবাক হবেন যে, এই সাধের তেলাপিয়া খেয়ে, আপনার শরীরও বিকল হয়ে যেতে পারে। অবাক হলেন তো? হ্যাঁ, এমনই এক অবাক করা ঘটনা ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে।

তেলাপিয়া মাছ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি লরা বারাজাস নামক এক ভদ্রমহিলা। বাজার থেকে সাধ করে তেলাপিয়া মাছ কিনে এনেছিলেন ৪০ বছরের লরা বারাজাস। ওয়াশিংটনের বাসিন্দা তিনি। মাছ দিয়ে অন্যরকমের কিছু বানাতে গিয়ে ঘটে গেল বিপদ। এই মাছ দিয়ে আন্ডার-কুকড একটা প্রিপারেশন (সহজ কথায় বলা যায়, আধসেদ্ধ অবস্থায় ছিল ওই তেলাপিয়া মাছ) তৈরি করেছিলেন তিনি। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাত, পা কালো হয়ে যায়। ঠেঁটের নিচেরও এক অবস্থা। এরপর গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সেপসিস। ধীরে-ধীরে বিকল হয়ে যাচ্ছে সমস্ত অঙ্গ। প্রায় এক মাস যাবতকোমায় আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছেন ওই মহিলা। বাঁচার আশঙ্কা ক্ষীণ। তা-ও শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিতকরা। একটি লাইফ-সেভিং সার্জারিও হয়েছে। প্রায় কাঁচা এই মাছ খেয়েই এমনটা হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু কেন? এই ধরেনের মাছ খেলে কী ক্ষতি হয় শরীরের? জানুন

মূলত তেলাপিয়ার মধ্যে থাকা ঘাতক ব্যাকটেরিয়া ভিব্রিও ভালনিফিকাসই যত নষ্টের গোড়া। আমেরিকায় এই ব্যাকটেরিয়ায় উতাত নতুন নয়। বছরে গড়ে ৮০ হাজার মানুষ এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে পেটের নানা সমস্যার শিকার হন। সমুদ্রের জলই এই ধরনের বাকটেরিয়ার বাসস্থান। মেক্সিকোর সমুদ্রের যেসব স্থান মূলত গরম থাকে, সেখানে এই ব্যাকটেরিয়াদের আনাগোনা বেশি।

সামুদ্রিক খাবার খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। বিভিন্ন সুস্বাদু সি ফুডের লোভে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় ভিড় জমান তাঁরা। এছাড়া বাঙালির অন্যতম প্রিয় ডেস্টিনেশন দীঘা, পুরী গেলে সমুদ্রের পাড়ে বসেও দেদার মাছ ভাজা খেয়ে থাকেন ট্যুরিস্টরা। তবে এই মাছই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যুর দিকে। কেন এই ধরনের মাছ খেলে ক্ষতি হয়?

পারদ সংক্রমণ: বর্ষায় সমুদ্রের জলে পারদের মাত্রা বেড়ে যায়। আর এই পারদ প্রবেশ করে মাছের শরীরে। এই মাছ খাওয়ার ফলে শরীরের ক্ষতি হয়। এতে মেজাজের পরিবর্তন হয়, ক্লান্তি আসে ও স্মৃতিশক্তিও হারিয়ে যেতে থাকে।

অ্যালার্জি:

এই ধরনের মাছ খেলে অ্যালার্জির সমস্যাও হতে পারে। বর্ষায় এই সমস্যা আরও চরম আকার ধারণ করে। কারণ বর্ষায় জলে পরজীবীর সংখ্যা বেড়ে যায়, যা মাছের শরীরে বাসা বাঁধে। আর এই মাছ খেলে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ডায়ারিয়া, পেট ব্যথা, বমির মতো সমস্যার সৃষ্টি করে।

জল দূষণ:

বর্ষায় দূষণের মাত্রাও বাড়ে। দূষিত পদার্থ খুব সহজেই মাছের শরীরে প্রবেশ করে। যা পরে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে পেটের সংক্রমণ ঘটায়।

বাড়ছে ক্যানসারের ঝুঁকি:

সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই ধরনের মাছ খেলে হাড়ের ক্ষয় হয় ও বাড়ে ক্যানসারের ঝুঁকি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকদের মতে, তেলাপিয়া মাছ খেলে ১০ শতাংশ ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তেলাপিয়া মাছের ৭০ শতাংশই আসে চিন থেকে। গবেষকরা জানিয়েছেন, তেলাপিয়া মাছ শুয়োর, মুরগির দেহাবশেষ খেয়ে বড় হয়, যা থেকে তাদের শরীরে বিষক্রিয়া হয়ে যায়। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে আটক ৩ রোহিঙ্গা

মালিগাঁও, ১৯ মার্চ, ২০২৪: ১৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৩ জন রোহিঙ্গাকে আটক করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় আরপিএফ ও জিআরপি-এর একটি যৌথ দলের চোখে পড়ে এক দল মানুষের সন্দেহজনক গতিবিধি।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি। পরে তারা জানায় যে ভারতে তারা অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে এবং ট্রেন নং. ১৩১৭৪ (কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস) করে তারা আগরতলা থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল।

এরপর এই রোহিঙ্গাদের আটক করা হয় এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য ধৃতদের অফিসার ইন-চার্জ/গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ/আগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোন থেকে মোট ৩৪০ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে (রোহিঙ্গা/বাংলাদেশি)আরপিএফ আটক করে। স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে নিয়োজিত আরপিএফ কর্মীরা সবসময় সতর্ক থাকেন এবং সীমান্ত অঞ্চল থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও সর্বদা সতর্ক নজরদারি রাখেন। অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে আরপিএফ নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

বেঙ্গালুরুতে মেঘনা ফুডস চেইনের ঠিকানায় আয়কর হানা

বেঙ্গালুরু, ১৯ মার্চ (হি.স.) : মঙ্গলবার আয়কর বিভাগ বেঙ্গালুরুর মেঘনা ফুডস রেস্তোরাঁর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায়। সূত্রের খবর, আয়কর দফতরের আধিকারিকরা কোরামঙ্গলা, ইন্দিরানগর এবং জয়নগরে মেঘনা ফুডস চেইন কোম্পানির কার্যালয় সহ বেশ কয়েকটি স্থানে অভিযান চালায়।

জানা গেছে, আয়কর বিভাগ কোরামঙ্গলা, ইন্দিরানগর এবং জয়নগরে কোম্পানির কার্যালয় সহ বেশ কয়েকটি স্থানে অভিযান চালানো হয়। এই ফুড চেইনটি হায়দরাবাদ ভিত্তিক একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মালিকানাধীন। কোরামঙ্গলা এবং ইন্দিরা নগর সহ বেঙ্গালুরুতে এই ফুড চেনের মোট ৯টি রেস্তোরাঁ রয়েছে।এই ফুড চেন তরুণ-তরুণীদের একটি প্রিয় গন্তব্য।

ময়নাগুড়িতে ৪০ লাখ টাকার সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত

জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে জেলা বন বিভাগের লাটাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা। বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ লাখ টাকা।

লাটাগুড়ির রেঞ্জার সঞ্জয় দত্তের দল গোপন সূত্রে খবর পায় যে কাঠ পাচার হতে চলেছে। খবর পেয়ে রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত বনকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই কন্টেনার কাঠ বাজেয়াপ্ত করেন। তল্লাশিকালে উভয় কন্টেনার থেকে বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়।এরপর উভয় কনটেইনারের চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয় বন বিভাগ। আটক চালকরা হরিয়ানার বাসিন্দা। পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে বন দফতর।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের ডিজি বদল, বিবেকের জায়গায় এলেন সঞ্জয়

কলকাতা, ১৯ মার্চ, (হি.স.): রাজ্যের ডিজিপি হচ্ছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে তাঁকে দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর নামেই শিলমোহর দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক ডিজিপি পদের জন্য তিন জনের নাম প্রস্তাব করেছিল রাজ্য। অবশেষে ডিজিপি পদের দায়িত্ব দেওয়া হল সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিককে চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন। সেখানে সই রয়েছে সচিব রাকেশ কুমারের। চিঠিতে জানানো হয়, রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে সঞ্জয়বাবুকে বসাচ্ছে কমিশন। বিকেল ৫টার মধ্যে রাজ্যকে জানিয়ে দিতে হবে যে, সঞ্জয়কে ডিজির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সোমবারই রাজ্যের মুখ্য সচিব গোপালিককে চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন। সেখানে জানায়, রাজ্য পুলিশের ডিজির পদ থেকে অবিলম্বে রাজীববাবুকে সরাতে হবে। নির্বাচনের কোনও কাজে তাঁকে রাখা যাবে না। নতুন রাজ্য পুলিশের ডিজি নিয়োগের আগে পর্যন্ত এই দায়িত্ব সামলাবেন রাজীবেবাবুর ঠিক নীচের পদে যে অফিসার রয়েছেন, তিনি। এই পদে নতুন নিয়োগের জন্য বিকেল ৫টার মধ্যে রাজ্য সরকারকে তিনটি নাম পাঠাতে বলে নির্বাচন কমিশন। সেই মতো তিন জনের নাম পাঠায় রাজ্য। বিবেকবাবুর পাশাপাশি আরও দুই সিনিয়র আইপিএস অফিসার সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং রাজেশ কুমারের নাম পাঠানো হয়েছিল কমিশনে। তাঁদের মধ্যে থেকে সোমবার বিবেকবাবুকেই ডিজি পদে বসায় কমিশন। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে আবার সেই পদে বসানো হল সঞ্জয়বাবুকে।

বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়ে ফের হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : মঙ্গলবার একটি মামলার শুনানিতে হাই কোর্টের বিচারপতি প্রশ্ন তুললেন, "কয়েক সেকেন্ডে একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। অথচ একটি বাড়ির বাইরের অংশ ৩০ দিনেও ভাঙা গেল না!" কলকাতা পুরসভার কাছে বিচারপতি অমৃতা সিংহ জানতে চান, কিসের জন্য এত দিন দেরি হয়েছে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজে?

গার্ডেনরিচে বাড়ি ভাঙার ঘটনার আবহেই বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত অন্য একটি মামলা উঠেছিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চে। সেই মামলার শুনানিতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। একবালপুরের একটি পাঁচ তলা ভবনের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ তুলে মাস খানেক আগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। মঙ্গলবার সেই মামলাটিই শুনানির জন্য ওঠে। বিচারপতিকে জানানো হয়, গত মাসে ওই মামলায় আদালত বাড়ির বাইরের অংশ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও সেই নির্দেশ মানা হয়নি।

এর পরেই মঙ্গলবার পুরসভার আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি সিংহের প্রশ্ন, "একটি বাড়ির বাইরের অংশ ভাঙতে ৩০ দিন সময় কি যথেষ্ট নয়? কেন নির্দেশ কার্যকর করা হল না?"

এর জবাবে কলকাতা পুরসভার আইনজীবী আদালতকে জানান, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য কিছু অসুবিধা ছিল বলেই ওই নির্মাণ ভাঙা যায়নি। কিন্তু বিচারপতি পাল্টা জানতে চান, বাড়ি ভাঙতে কী এমন যন্ত্র ব্যবহার করে কলকাতা পুরসভা? এর জবাব হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানাতেও বলেন বিচারপতি সিংহ।

পুরসভার আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন , আদালতের নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে কলকাতা পুরসভা। যন্ত্র ব্যবহারের যুক্তি দেখিয়ে নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। সম্প্রতি গার্ডেনরিচে বেআইনি ভাবে নির্মিত একটি বহুতল ভেঙে পড়েছে।

বেআইনি নির্মাণ ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ নয়, জানাল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : গার্ডেনরিচের ঘটনার পর বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের। বেআইনি নির্মাণ ভাঙার উপর কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে না বলে জানান বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

মঙ্গলবার বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত এক মামলার শুনানি চলাকালীন এমনই জানান তিনি। তাঁর মন্তব্য, "বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বলে যে আদালতই নির্দেশ দিক সেটাই বহাল থাকবে। আগে মানুষের জীবন সুরক্ষিত হোক। আদালত এই ধরনের মামলায় আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।"

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার কয়েকজন তাঁদের বাড়ি ভাঙার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিচারপতি সিনহার বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনটি মামলা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছিলেন আইনজীবীরা। কিন্তু সেই মামলাগুলি এদিন শুনতে চাননি বিচারপতি সিনহা। জানিয়ে দেন, 'কোনও বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। ওই সব নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ কোনও আদালত দিয়ে থাকলে নতুন করে তার শুনানি এখন সম্ভব নয়। পুরনো নির্দেশই বহাল থাকবে।'

হরেক সমস্যায় ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : ঝুপড়ির উপর ভেঙে পড়েছিল নির্মীয়মাণ পাঁচতলা বহুতল। রবিবার মধ্যরাতে গার্ডেনরিচ এলাকায় এই দুর্ঘটনায় চাপা পড়েছিল বহু। এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার দুপুরেও উদ্ধারকার্য চলছে। কিন্তু হরেক সমস্যায় ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ।

ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও একাধিক ব্যক্তি আটকে আছে বলে আশঙ্কা। কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ, দমকল ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ আটকে থাকলে তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রায় ক্ষীণ বলেই জানাচ্ছে উদ্ধারকারীদের একাংশ। পরিস্থিতি এমন যে ধ্বংসস্তূপ কেটে তা আশপাশে ফেলার জায়গা পর্যন্ত নেই। পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকাটি সরু গলি হওয়ায় সেখানে জেসিবি অথবা হাইড্রোলিক ক্রেন ঢোকানোর কোনও জায়গা নেই। জেসিবি মেশিন প্রবেশ করানো গেলে উদ্ধার কাজের সময় অনেকটাই কমত।

আবার যে সব কংক্রিটের চাঙড় কাটা হচ্ছে, সেগুলি বাইরে বের করা বা আশপাশে রাখারও জায়গা

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জলদস্যু ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জলদস্যু ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্বাধীনভাবে নৌচলাচল অব্যাহত রাখতে এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জলদস্যু ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট রুমেন রাদেভের একটি পোস্টের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট রুমেন রাদেভ হাইজ্যাক হওয়া বুলগেরিয়ান জাহাজ উদ্ধারের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জাহাজে ৭ জন বুলগেরিয়ান নাগরিকও ছিলেন, তাঁরা সকলেই ভারতীয় নৌবাহিনীর সাহায্যে রক্ষা পেয়েছেন। মোদী এদিন বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট-এর বার্তার প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমরা আনন্দিত যে ৭ জন বুলগেরিয়ান নাগরিক নিরাপদ এবং শীঘ্রই দেশে ফিরবেন।'

উল্লেখ্য, "রুয়েন" জাহাজটি গত বছরের ডিসেম্বরে আরব সাগরে জলদস্যুদের হাতে পড়েছিল, তারপর থেকেই তাদের হেপাজতে ছিল।

এই জাহাজে বুলগেরিয়া, মায়ানমার সহ অন্যান্য দেশের নাগরিকরাও ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে ভোট চাইলেন তৃণমূলের ডেরেক

কলকাতা, ১৯ মার্চ, (হি.স.): অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবার সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে ভোট চাইল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে এই মর্মে একটি পোস্ট করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র তথা রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সেখানেই তিনি বিষয়টি নিয়ে সরব হয়ে জানিয়েছেন, দেশের শীর্ষ আদালতের নজরদারিতে লোকসভা ভোট করানো হোক।

তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র লিখেছেন লিখেছেন, 'বিজেপির নোংরা কৌশল নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাকেও ধ্বংস করছে। বিজেপি কি দেশের সাধারণ নাগরিকের মুখোমুখি হতে এতই ভয় পাচ্ছে, যে তারা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের করায়ত্ত করতে চাইছে !'

এর সঙ্গেই তিনি আরও লিখেছেন, 'বিরোধীদের টার্গেট করার জন্য তারা নির্বাচন কমিশনকেও তাদের পার্টি অফিসে পরিণত করতে চাইছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'যেভাবে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের বদল করা হচ্ছে, তাতে বলতেই হয় বিজেপি কি নির্বাচন কমিশনকেও হিজ মাস্টার্স ভয়েসে রূপান্তরিত করতে চাইছে?'এখানে থামেননি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা। এদিন তিনি সরাসরি দাবি তুলেছেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে হোক সেটাই তারা চাইছে।

উল্লেখ্য, নির্বাচন ঘোষণার পর একাধিক রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে এ রাজ্যের ডিজিপি রাজীব কুমারকে সরিয়ে দিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

গার্ডেনরিচে এক ঝাঁক বাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : গার্ডেনরিচ এলাকায় নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় মুখ পুড়েছে কলকাতা পুরসভার। এই ঘটনা থেকে 'শিক্ষা' নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা এক ঝাঁক বাড়ির স্বাস্থ্যপরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন পুরসভা কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবারই শুরু হয়েছে সিদ্ধান্ত রূপায়ণের প্রাথমিক কাজ।

কলকাতা পুরসভার সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে স্বাস্থ্যপরীক্ষার কাজ শুরু করতে মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গিয়েছেন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়াররা। রবিবার গভীর রাতে নির্মীয়মাণ বাড়িটি ভেঙে পড়ার পর ওই এলাকার একাধিক নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভেঙে পড়া বাড়িতে তো বটেই, এই এলাকার বেশিরভাগ আবাসনের কোনওটি আংশিক বেআইনি, কোনওটি আবার পুরোপুরি বেআইনি ভাবে তৈরি করেছেন প্রোমোটারেরা।

এমন অভিযোগ পাওয়ার পর স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়াররা ওই এলাকার একাধিক বাড়ির স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে কলকাতা পুরসভা একটি রিপোর্ট দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা ছ'টি বাড়ি আপাতত চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই বাড়িগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিয়ে প্রাথমিক ভাবে কাজ শুরু করেছে পুরসভা। সোমবার রাতেই ওই ছ'টি বাড়িকে কলকাতা পুরসভার তরফে নোটিস দেওয়া হয়েছে।

মুখ থুবড়ে পড়বে বিজেপি, মানুষ সরকার বদলের জন্য প্রস্তুত: খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি. স.): ২০০৪ সালের মতোই পরিণতি হবে বিজেপির। সেবার লোকসভা নির্বাচনে যেমন বিজেপির 'ইন্ডিয়া সাইনিং' স্লোগান মুখ থুবড়ে পড়েছিল, এবার মোদি সরকারেরও একই অবস্থা হবে। মঙ্গলবার দিল্লিতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই কথা বলেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি এও বলেছেন, দেশবাসী এবার সরকার পরিবর্তনের জন্য উদগ্রীব।

মঙ্গলবার দিল্লিতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি লোকসভা নির্বাচনের ইস্তেহার চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসেছে । বৈঠকের শুরুতেই খাড়গে জানান, দেশের প্রতিটি গ্রাম ও বাড়িতে গিয়ে কংগ্রেসের ইস্তেহার তুলে ধরতে হবে নেতাদের । যাতে মানুষ জানতে পারেন যে কংগ্রেসের সরকার এলে দেশের জন্য কী কী কাজ করা হবে । আর ইস্তেহারে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া থাকবে, তা কঠোরভাবে পালন করা হবে ।

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত দু'দফায় ৮২টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে । বাকি আসনগুলির জন্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি বৈঠকে বসবে ।

বেআইনি নির্মাণের ব্যাপারেথানাগুলিকে সতর্ক করল লালবাজার

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : শহরের আনাচেকানাচে এমন বেআইনি নির্মাণের বিপদ চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে গার্ডেনরিচের এই দুর্ঘটনা। আর এর পরই কলকাতার থানাগুলিকে সতর্ক করল লালবাজার।

সূত্রের খবর, শহরের প্রত্যেকটিল নির্মীয়মাণ বাড়ি, বহুতলে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে যে সেগুলি আইন মেনে তৈরি হচ্ছে কি না। মঙ্গলবার থেকেই এই কাজে নামার নির্দেশ। প্রয়োজনে প্রোমোটার বা নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন লালবাজারের কর্তারা।

রবিবার মাঝরাতের দুর্ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের সদর দফতরের তরফে কলকাতার থানাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। লালবাজারের কর্তাদের নির্দেশ, প্রত্যেকটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে, সেগুলি আইন মেনে তৈরি হচ্ছে কি না। সেক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার সাহায্য নেবে পুলিশ। কোথাও বেআইনি নির্মাণ হলে সেই প্রোমোটার বা ডেভেলপারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার।

বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, রামদেব-বালকৃষ্ণকে তলব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি. স.): বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মামলায় যোগগুরু রামদেবকে তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত রামদেবের সঙ্গে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আচার্য বালকৃষ্ণকেও ডেকে পাঠিয়েছে।

বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ে একাধিকবার সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়েছে পতঞ্জলি। গত নভেম্বর মাসে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, ভুয়ো তথ্য দেওয়া বিজ্ঞাপন তৈরি করলে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা ভুগতে হবে। মঙ্গলবার শুনানির সময়ে সুপ্রিম

গার্ডেনরিচ-কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির গভীরতা খোঁজার আর্জি তথাগতের

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : গার্ডেনরিচ-কাণ্ডের বিশেষত্ব সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে গোটা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। আর্জি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির গভীরতা সম্পর্কে আপনার নিজের সিদ্ধান্তে আঁকুন।

মঙ্গলবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "বাকি ভারতের জন্য তথ্য। কলকাতার গার্ডেন রিচ এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবন ধসে এ পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবাই একমত যে নির্মাণ অবৈধ ছিল। এলাকাটি দৃঢ়ভাবে মুসলিম এবং অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ। কলকাতার মেয়র, স্থানীয় কাউন্সিলর, প্রোমোটার সবাই মুসলিম, হতাহতদের মতোই।

মেয়র ফিরহাদ হাকিম আগে আনন্দিত হয়েছিলেন এলাকাটি একটি "মিনি-পাকিস্তান" বলে। এখন তিনি বলেছেন যে তাঁর ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা স্থানীয় কাউন্সিলরের দায়িত্ব ছিল না। জানা গেছে কাউন্সিলর শামস ইকবাল একটি অ্যাস্টন-মার্টিন-এর মালিক এবং একটি বেন্টলির ডেলিভারি নেওয়ার কথা ছিল। এবার পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির গভীরতা সম্পর্কে আপনার নিজের সিদ্ধান্তে আঁকুন।"

অপর একটি এক্স হ্যান্ডলে তথাগতবাবু লিখেছেন, "কপালে অমন ভয়ানক ক্ষত, প্রাণসংশয়, তাই নিয়ে দিদিমা ছুটে গেলেন কোথায় ছাদ ভেঙে পড়ে গেছে তাই দেখতে ! কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে হবে ! স্থান হচ্ছে মেয়রের মিনি-পাকিস্তান; কাল হচ্ছে ভোটের আগে; আর পাত্র হচ্ছে দুধেল গাই !"

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে মঙ্গলে সুপ্রিম শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি. স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) কার্যকর করার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে আবেদন জমা পড়েছিল, মঙ্গলবার সেই সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানি করতে চলেছে দেশের শীর্ষ আদালত । এখনও পর্যন্ত সিএএ আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আইন লাগু হওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারির পরই তার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ-সহ অন্যান্য একাধিক সংগঠনের তরফে শীর্ষ আদালতে আবেদন করা হয়। এছাড়াও আবেদনকারীদের মধ্যে আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র, তেমনই রয়েছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। সব আবেদনের শুনানি মঙ্গলবার একই সঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শীর্ষ আদালত।

উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের রাজ্যে কার্যকর হবে না নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। যদিও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আইন কার্যকর করতে বাধ্য দেশের সব রাজ্য।

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত রাজধানী দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি. স.): আবারও বায়ুদূষণ তালিকার শীর্ষস্থানে উঠে এল দিল্লি। বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই)-এর সাম্প্রতিকতম রিপোর্টে উঠে এল এমনই তথ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৩৪টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয়তে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী বাংলাদেশের ঢাকা। পাশাপাশি নেপালের কাঠমান্ডু চতুর্থ, থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই শহর পঞ্চম স্থান দখল করেছে। এবারে আবার উঠে এসেছে বিহারের বেগুসরাই শহরের নাম। ২০২২ সালে এই শহর দূষণের তালিকায় কোনও জায়গায় ছিল না, কিন্তু জানা গেছে, ২০২৩-এ ১১৮.৯ মাইক্রোগ্রাম দূষণকারী কণা রয়েছে পিএম ২.৫ ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে।

উল্লেখ্য, স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ৩০১ থেকে ৪০০-এর মধ্যে থাকা একিউআই 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়।

জে.বি. কৃপালানির মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ১৯ মার্চ (হি.স.) : স্বাধীনতা সংগ্রামী আচার্য জে.বি. কৃপালানির মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরিবেশবিদ ও রাজনীতিবিদ আচার্য জে.বি. কৃপালানির মঙ্গলবার মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যাদব সামাজিক মাধ্যম পোস্ট করে লিখেছেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামী আচার্য জে.বি. কৃপালানিজিকে আমি তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আপনি সামাজিক বৈষম্য থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন।"

ইনজুরিতে আইপিএল শেষ অস্ট্রেলিয়ার জেসন বেহরেনডর্ফের

মুম্বই, ১৯ মার্চ (হি.স.) : গতবছর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার "প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার" নির্বাচিত হয়েছিলেন জেসন বেহরেনডর্ফ। এই বাঁহাতি পেসারের এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএল মাতানোর কথা। কিন্তু খুবই খারাপ খবর চোটের কারণে বেহরেনডর্ফের এবার আইপিএল খেলা হচ্ছে না। গত বৃহস্পতিবার তিনি আইপিএলের জন্য ওয়াকা গ্রাউন্ডে ব্যাটিং অনুশীলন করছিলেন। অনুশীলনের সময় তাঁর পা ভেঙে যাওয়ার জন্য এবার আর আইপিএলে খেলা হচ্ছে না

গার্ডেনরিচকাণ্ডে নওশাদের দাবির বিরোধিতা শাসকপক্ষের তরফে

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : "যদি কোনও বড় নাম উঠে আসে, সেটা দেখলে চলবে না। যাঁরা যাঁরা দায়ী, প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে হবে।"আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি গার্ডেনরিচকাণ্ডে এই মন্তব্য করে যে ৫দফা দাবি তুলেছেন, শাসকপক্ষের তরফে তার বিরোধিতা করা হয়েছে।

মঙ্গলবারই গার্ডেনরিচে যান আইএসএফ নেতা নওশাদ। সকালে সেখানে পৌঁছে প্রশাসনের কাছে পাঁচ দফা দাবি জানান তিনি। যদিও তৃণমূল জানিয়েছে, আইএসএফ নেতার সব দাবিই অবান্তর।মঙ্গলবার কলকতা পুরসভার বরো ১৫-র চেয়ারম্যান রঞ্জিত শীল বলেছেন, "ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সারা রাত সেখানে থেকেছি। উদ্ধার কাজ করেছি। এমনকি, যাঁদের বাড়ি ভেঙে পড়েছে তাঁদেব নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছি। তার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এসে আহতদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছেন।াঁদের বাড়ি ভেঙেছে, তাঁদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ঘোষণা করা হয়েছে। এখন অবান্তর এক গুচ্ছ দাবি তুলে রাজনীতি করার কোনও অর্থ হয় না।"এ ব্যাপারে বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে বড় নেতাদের যুক্ত থাকা এবং তাঁদের গ্রেফতারির যে দাবি তুলেছেন নওশাদ, সে প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে রঞ্জিতবাবু বলেছেন, "শুধু প্রোমোটারকে গ্রেফতারি নয়, যাঁরা এই বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের ভূমিকা তদন্ত করে দেখাও হচ্ছে।"

'টাকা পয়সার ব্যাপার আছে না হলে ওরকম হয় কী করে", গার্ডেনরিচকাণ্ডে প্রশ্ন দিলীপের

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : "আগেও এরকম হয়েছে। কারণ এর পিছনে অনেক বড় শক্তি আছে। টাকা পয়সার ব্যাপার আছে না হলে ওরকম হয় কী করে?" গার্ডেনরিচ বহুতল বিপর্যয় নিয়ে মঙ্গলবার প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

"পুকুর বুঝিয়ে বেআইনি বহুতল। ৪ ফুট রাস্তায় ৫ তলা বাড়ি! অভিযোগ করলেই খুনের হুমকি", বিস্ফোরক অভিযোগ স্থানীয়দের। এই বিষয়ে দিলীপ ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "বস্তির মাঝে যেখানে জায়গা পেয়েছে, পিলার তুলে বাড়ি করে দিচ্ছে। কী করে সম্ভব হয় এটা ? এখন তো ওই বাড়িতে লোক ছিল না। যদি কাজ শেষ হয়ে যেত এবং প্রচুর মানুষ বাস করা শুরু করত তাহলে কত বড় বিপর্যয় হত? উপর নিচ মিলিয়ে কতজনের প্রাণ যেত?"

তিনি বলেন, "কত এই ধরণের বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর অপেক্ষার প্রহর গুনছে কখন দুর্ঘটনা ঘটে যায়। শুনে চিন্তা হয় কী চলছে এখানে! এখন বলছে খোঁজখবর নিয়ে এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে। কিন্তু নির্বাচন চলে গেলে সব বন্ধ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে ছবি তুলবেন, মেয়র গিয়ে আশ্বাস দেবেন ! আর প্যানেলে গিয়ে ওদের লোকেরা বলবে মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। গরম গরম কথা বলবেন। ক্ষতিপূরণ দেবেন। আর সব বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষগুলো কি বাঁচবে না?"

গার্ডেনরিচকাণ্ডে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কাউন্সিলরকে আড়াল করে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছেন মেয়র। এই বিষয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ""সবাই তো আড়াল করার চেষ্টা করছে। কাউন্সিলার ডাকাতি কেসে আগে জেল খেটেছে। এমন মহান লোকেদের তৃণমূল টিকিট দিয়ে কাউন্সিলর করেছে। এমন ডাকাত লোক কীকরে কাউন্সিলর হতে পারে? এদের গায়ে কে হাত দেবে? শাহজাহানের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম পাড়ায় পাড়ায় শাহজাহান তৈরি করেছেন দিদিমণি। এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সকলকে।""

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গাজন

● প্রথম পাতার পর

সাংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা তার সঙ্গে জীবন জীবিকার প্রশ্ন দল বেঁধে মানুষ এই শিল্প কে অঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছেন। চৈত্রের শেষে চড়ক পূজার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এই উৎসবে নানা ধরনের খেলা প্রদর্শন করা হয়। বরশি গাঁথে ঘুরানো, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, দায়ের উপর দিয়ে হেটে যাওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের খেলায় উৎসব জনতা ভিড় জমায়। বহুদূরান্ত থেকে মানুষ সংক্রান্তির শেষের এই উৎসব কে উপভোগ করতে হাজির হয় চরক পূজায়।

াজও দেখা গেছে শহরের বিভিন্ন জায়গায় দলবেঁধে গাজন নৃত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিব গৌরী কে নাচতে।

দিলেন অধ্যক্ষ

● প্রথম পাতার পর

মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যেখানে পতাকা রয়েছে তা দলীয় পতাকা হোক বা রামের পতাকা হোক সব খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘটনা জানাজানি হতেই অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের কাছে খবর আসলে তিনি এলাকায় ছুটে গিয়েছেন।

একান্ত সাক্ষাৎকারে বিশ্ববন্ধু সেন জানিয়েছেন, অতি উৎসাহী এই বাম মর্গীয় সেক্টর অফিসার সুযোগ পেয়ে নিজেদেরকে একেবারে অতিরিক্ত আদর্শে দীক্ষিত করে যে রামের পতাকা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে দোকানে দোকানে গাছে লাগানো রয়েছে। এগুলিও খোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অধ্যক্ষ তাঁকে বলেন যদি কোন দলীয় পতাকা লাগানো থাকে তাহলে এগুলি খুলে নিয়েছেন কিন্তু কারোর বাড়ির ভেতরে ঢুকে মন্দিরের চূড়ায় বা বাড়ির রামের পতাকা খোলানোর অধিকার আপনার নেই। আইন যে পথে চলছে সেই সঠিক পথে আইনকে চালনা করতে দিন। আইনকে বিদ্রুপ ব্যাখ্যা দিয়ে অযথা পরিস্থিতি খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। ধর্মনগরের মানুষের মধ্যে যে একটা শান্তি-শৃঙ্খলা সৌভ্রাতৃত্ব পরিবেশ বিরাজ করছে তাকে নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন।

ফের জিবি হাসপাতালের

● প্রথম পাতার পর

করতে থাকেন ওই রোগী।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মঙ্গলবার যান দুর্ঘটনার ফলে এক মহিলার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। আরও কয়েকজন মহিলা অটো দিয়ে ওই মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে আসলেও দীর্ঘক্ষণ অটোতেই পড়ে থাকতে হয়েছে ওই মহিলাকে। রোগীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ প্রায় আধ ঘণ্টা সময় স্ট্রেচারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদের। রোগী যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকলেও কোনো স্বাস্থ্যকর্মী বা হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা কর্মী কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ঘটনায় ক্ষোভ জেমেছে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে।

ব্যবসায়ীর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

দোকানে যান সোমবার রাতেই।

তবে ওই বিল্ডিং-এর দারোয়ান রাতে বিল্ডিংয়ের দোকান ঘরে তাদের ঢুকতে দেয়নি বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যরা উত্তম শীলের স্পা দোকানে গিয়ে দেখতে পান সেখানে হাত পা বাঁধা অবস্থায় উত্তম শীলের মৃতদেহ পড়ে আছে। তার গলায়ও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ।

এদিকে অস্বাভাবিক একটি মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উত্তম শীলের পরিবারের অভিযোগ তাঁকে খুন করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে "বাড়াবাড়ি" না করার পরামর্শ শুভেন্দুর

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ মার্চ (হি.স.): সভামঞ্চ থেকে শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে "বাড়াবাড়ি" না করার পরামর্শ দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।হাবড়ার সভা থেকে মঙ্গলবার নারায়ণ গোস্বামীর উদ্দেশে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'অশোকনগরের এমএলএ বেশি ফটফট করবেন না, গরু পাচারে আপনার নাম আছে। একটু স্লো চলুন।!' নাম না করে টেনে এনেছেন বারাসতের বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের প্রসঙ্গও।

শুভেন্দুবাবুর কথায়, 'বারসতের এমপির পিএ বাপি যা মাল তুলেছে এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত সাংসদও। আমি একথা বলেছিলাম বলে মানহানির মামলা করেছিল। পাল্টা আইজীবীর চিঠিতে বাপ তোলার প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিতেই তারপর থেকে আমাকে আর খোঁচাতে আসেনি। বাপির (পিএ) বস্তাটা যদি খুলে দিই ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে প্রচার করা মুশকিল হয়ে যাবে!'নাম না করে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকেও আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। গার্ডেনরিচের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'মধ্যমগ্রামে যদি হাত দেন, গার্ডেনরিচের মতো কত ভুয়ো বিল্ডিং বেরোবে! পুর দুর্নীতিতে উনি জড়িত। আমার কাছে তার প্রমাণ রয়েছে। প্রচারে সেগুলো বলব। কয়েকদিন আগে ইডি, সিবিআই ওকে বাড়িতে গিয়ে আদর করে এসেছে!'

পর্যবেক্ষকদের মতে, নরমে গরমে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী-প্রার্থীদের চাপে রাখতেই এমন কৌশলী বক্তব্য পেশ করেছেন শুভেন্দুবাবু।

মেয়রের পদত্যাগ দাবি, তৃণমূলকে এক হাত বিকাশ ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.): গার্ডেনরিচ কাণ্ডে কলকাতার বর্তমান মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদের পদত্যাগের দাবি করলেন রাজ্যসভায় সিপিএমের সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, 'পৌরমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। পদত্যাগের দাবি করছি মেয়র ও পৌরমন্ত্রীর। এর বিরুদ্ধে সকলকে জনমত গড়তে হবে।'

গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে পড়া থেকে লোকসভা নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলকে এক হাত নিলেন রাজ্যসভায় সিপিএম-এর সদস্য তথা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র। ফলে গার্ডেনরিচ নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে নিয়ে বর্তমান মেয়র তথা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলতে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

সোমবার বাড়ি ভেঙে পড়ায় কলকাতার বর্তমান মেয়র ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন, বাম আমল থেকেই ওই সব এলাকায় বেআইনি নির্মাণ চলছে। এই অভিযোগ শুনেই সরব হয়েছিলেন বাম নেতা তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি ছিল, এভাবে বামেদের দিকে দায় ঠেলে দেওয়া তৃণমূলের একটা স্বভাব। এরপর মঙ্গলবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তোপ দাগলেন।

চিকিৎসকদের নিদান না মেনে মুখ্যমন্ত্রী এলেন নবান্নে

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : চিকিৎসকেরা তাঁকে বাড়িতে ১০দিন বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। কিন্তু নিদান না মেনে সোমবারই চলে যান গার্ডেনরিচের দুর্ঘটনাস্থলে। মঙ্গলবার তিনি এলেন নবান্নে।কয়েকদিন আগেই বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কপালে তাঁর ৩টে ও নাকে পড়েছে ১টি সেলাই। চিকিৎসকেরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলেছিলেন। তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি। তারপরেও মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই সোমবার গার্ডেনরিচে এলাকা পরিদর্শনে চলে যান। এদিন চলে এসেছেন নবান্নেও।যদিও অনুগামীরা বেশ প্রশংসার নজরে দেখছেন বিষয়টি। বলছেন, তাঁর অদম্য জেদের কাছে সবাইকে হার মানতে হয়।

আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি

● প্রথম পাতার পর

থেকে ১৯ বছর বয়সী মোট ভোটার রয়েছেন ৬৯ হাজার ৭৮২ জন। এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জন্য ভোটার রয়েছেন ৩৩ হাজার ১৫২ জন ও পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য ভোটার রয়েছেন ৩৬ হাজার ৬৩০ জন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরও জানান, রাজ্যে ৮৫ বা তার বেশি বয়সের ভোটার রয়েছেন ১৮ হাজার ৬৭৬ জন। এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় ক্ষেত্রে এই অংশের ভোটার রয়েছেন ৯ হাজার ৭০২ জন। পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় ক্ষেত্রে এই বয়সের ভোটার রয়েছেন ৮ হাজার ৯৭৪ জন। ১৪ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে দিব্যাঙ্গ অংশের ভোটার রয়েছেন ১৯ হাজার ৮৬৬ জন। এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় ক্ষেত্রে ৮ হাজার ৪৮৬ জন এবং পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় ক্ষেত্রে ১১ হাজার ৩৮০ জন ভোটার রয়েছেন। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, দুটি সংসদীয় আসনের জন্য ১টি অক্সিলিয়ারি পোলিং স্টেশন সহ মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৩ হাজার ৩৫০টি। ব শরণার্থীরা যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেজন্য দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে ১টি অক্সিলিয়ারি পোলিং স্টেশন খোলা হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যে মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকবে ১৫৪টি। দিব্যাঙ্গ অংশের ভোটকর্মীদের নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকবে ৬০টি। অনুরূপভাবে তরুণ বয়সের ভোটকর্মীদের নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকবে ৬০টি। রাজ্যে সবমিলিয়ে মডেল পোলিং স্টেশন হবে ১২১টি।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রী আগরওয়াল জানান, ভোটগ্রহণকর্মী, পুলিশ কর্মী এবং অন্য নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কর্মীগণ যারা নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রের (যেখানে তার নাম ভোটার হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে) বাইরে কর্তব্যে নিয়োজিত থাকবেন তারা সাধারণ ভোটারদের মতো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন না। তারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। কিন্তু ভোটগ্রহণকর্মী, পুলিশ কর্মী এবং অন্য নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কর্মীগণ নিজ সংসদীয় ক্ষেত্রে (যেখানে তার নাম ভোটার হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে) কর্তব্যে নিয়োজিত থাকবেন তারা ইডিসির মাধ্যমে ভোট প্রদান করবেন। লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে পুলিশকর্মী, ড্রাইভার / কনডাক্টর / গাড়ির ক্লিনার, ভিডিওগ্রাফি ও ওয়েব কাস্টিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ সহ অধিকাংশ ভোটকর্মীই নিজ সংসদীয় আসন থেকে বাছাই করা হবে। ফলে নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত অধিকাংশ ভোটারই ইডিসির মাধ্যমে ভোট দেবেন। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ইডিসি ইস্যু করার জন্য আবেদন ভোটগ্রহণের অন্তত ৪দিন আগে রিটার্নিং অফিসার / এআরও-র কাছে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। পোস্টাল ব্যালট ইস্যু করার ক্ষেত্রেও আবেদন ভোটগ্রহণের অন্তত ৭দিন আগে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। তিনি জানান, যাদের নামে পোস্টাল ব্যালট ইস্যু হবে তারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে শুধুমাত্র ফেসিলিটেশন সেন্টারেই ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত একজন ভোটার শুধুমাত্র ফেসিলিটেশন সেন্টারেই পোস্টাল ব্যালট গ্রহণ করে সেখানেই ভোট দেবেন ও পোস্টাল ব্যালট জমা দেবেন। একজন ভোটারের নামে পোস্টাল ব্যালট ইস্যু হয়ে গেলে তিনি ফেসিলিটেশন সেন্টার ছাড়া অন্য কোনও পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন না।

গার্ডেনরিচে মৃত্যু মিছিলের দায় নিয়ে মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের সুর ভিন্ন

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : "যে চেয়ারে বসে, নিয়ন্ত্রণের দায় তার। আমার ওয়ার্ডে হলে দায় এড়াতে পারতাম না", গার্ডেনরিচে মৃত্যুমিছিল নিয়ে কাউন্সিলরের ভূমিকা প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বিস্ফোরক দাবি করলেন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের।

সংবাদমাধ্যমকে তিনি বললেন, ""কাউন্সিলর বলছেন জানতেন না, আমার ওয়ার্ডে হলে আমাকেও ব্যাখ্যা দিতে হত। প্রোমোটারের সঙ্গে কাউন্সিলর সব সময় সঙ্গে থাকলে দায় এড়াতে পারি না।"" গার্ডেনরিচের ঘটনায় এলাকার কাউন্সিলরকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু ভিন্ন সুর শোনা গেল ডেপুটি মেয়রের কথায়।

অতীনবাবু আরও বললেন, "ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতির ফলে প্রশাসনের পদক্ষেপ শ্লথ হয়ে যায়।" প্রশ্ন উঠেছে, নাম না করে কি নেতৃত্বের দিকেই ইঙ্গিত ডেপুটি মেয়রের? এদিন বার বার "নৈতিক দায়"-র কথা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। তাঁর মতে, যদি কেউ চেয়ারে থাকেন, তাঁর এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে "নৈতিক দায়" নিতেই হবে। কিন্তু গার্ডেনরিচে যাঁর এলাকায় বহুতল ভেঙে পড়ল তিনি কেন দায় নিলেন না?অতীনবাবুর জবাব, ""সেটা তাঁর ব্যাপার। তবে বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনকে যে কড়া পদক্ষেপ করতেই হবে।" অভিযোগ, গার্ডেনরিচের বেআইনি বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলরকে স্বয়ং পুরসভার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আড়াল করার চেষ্টা করছেন। বস্তুত, বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গেই পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে তার দায় আধিকারিকদের উপর চাপিয়ে দিতে শোনা যায় মেয়রকে।

মেয়র বলেছেন, "কাউন্সিলর নন, বেআইনি নির্মাণ দেখার দায়িত্ব নির্মাণ বিভাগের আধিকারিকদের। তাঁরা এই কাজের জন্য বেতন পান। তাঁদের ইতিমধ্যেই শোকজ করা হয়েছে। আগে একাধিক বার সতর্ক করেছি। বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে বলেছি বার বার। রাতারাতি কোনও বিল্ডিং দাঁড়ায় না। ভিত তোলার সময় থেকেই সতর্ক হতে বলি।"

"এমন একটা ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্নীতি করতে ছাড়েনি তৃণমূল', তোপ সিপিএমের

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : "পৌরসভা কিছুই জানত না? কাটমানির প্রভাবে হয়তো কাউন্সিলর কিছুই দেখতে পারেননি। ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, সামাজিক ব্যাধি। সেটাই। মানছি তাঁর কথা। একারণেই এমন একটা ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্নীতি করতে ছাড়েনি তৃণমূল।' মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ তুললেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে গার্ডেনরিচ প্রসঙ্গে তোপ দাগেন কলকাতা দক্ষিণের বাম প্রার্থী সিপিএমের সায়রা হালিম।বিকাশবাবু বলেন, 'দেশজুড়ে ইলেক্টরাল বন্ডের দুর্নীতি হয়েছে। সেই দুর্নীতির ব্যাপকতায় ১০ জন মারা গিয়েছেন গার্ডেনরিচে। এক প্রকার খুন হয়েছেন। বাড়িটা ২ বছর আগে শুরু হয়েছে। তাহলে কী বলবেন?'

বাম আমলের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিকাশবাবু বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতির ডিএনএ মিথ্যে কথা বলা। বাম আমলে দেনার টাকা শোধ করা হয়েছে। আমরা বেআইনি অনুমোদন দিতাম না বলেই চটি খসে যেত। ফিরহাদবাবু ঠিক বলেছেন। নির্বাচনের আগে তাড়াহুড়ো করে বেআইনি ভাবে তৈরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল।" তাঁর আরও প্রশ্ন, "ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারি কোষাগার থেকে কেন দেওয়া হবে? কেন নির্মাতার কাছ টাকা আদায় করা হবে না?নির্মাতার কাছ থেকে ওই টাকা আদায় করতে হবে।' বাম আমলে জল সমস্যা নিয়ে ফিরহাদের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিকাশবাবু বলেন, 'জ্যোতি বসু জল প্রকল্প চালু করেছিলেন। সেটাই জয় হিন্দ প্রকল্প করেছে। ১৪ বছর আগে বাম চলে গিয়েছে।

সায়রা হালিম বলেন, 'ওই দুর্ঘটনায় এত জন মারা গেলেন। এখনও মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। এটা বেআইনি বহুতল। বিধায়ক, সাংসদ, সবই তৃণমূলের। আমি সেলিমদার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। এক মহিলার পরিবারের তিন জন সদস্য মারা গিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়িত্ব নিতে হবে এই অবৈধ বাড়ির। তাঁরা তাঁদের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। স্থানীয় কাউন্সিলর এর জন্য দায়ী।'

ছাত্রীকে লাগাতার ধর্ষণে অভিযুক্ত শিক্ষককে গণধোলাই, অভিযুক্তকে আটক

হুগলি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কানাইপুর এলাকায়। অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে গণধোলাই দিয়ে এলাকার লোকজন তাঁকে তুলে দেয় পুলিশের হাতে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কানাইপুর নপারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুব্রত দাস (৬৫)। তিনি এলাকার পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বাড়িতে পড়াতে যেতেন। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার লোকজনদের কাছে খবর ছড়াচ্ছিল যে ওই পড়ুয়াকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে ধর্ষণ করতেন ওই শিক্ষক। ভয়তে ওই ছাত্রী কাউকে কিছু বলতে পারেনি।এর পর দীর্ঘ দুমাস ধরে ওই ছাত্রীর ঋতুস্রাব না হওয়ায় বাড়ির লোকরা এলাকার মহিলাদের সেই কথা জানান। অভিযোগ, মঙ্গলবার অভিযুক্ত শিক্ষক ছাত্রীটিকে পড়াতে এসে নোংরামো ফের শুরু করেন। তখনই তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকার মহিলারা।

এর পর এলাকার বাসিন্দারা বেধড়ক মারধর করে ওই শিক্ষককে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অভিযুক্তকে আটক করেছে উত্তরপাড়া থানার কানাইপুর ফাঁড়ির পুলিশ। অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে কানাইপুর ফাঁড়িতে বিক্ষোভও দেখান এলাকার মহিলারা।

এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ উগরে এলাকার এক মহিলা বলেন, "এই ছাত্রীর পরিবার গরিব তাই ছাত্রীকে প্রায় সোনার জিনিস থেকে শুরু করে টাকা উপহার দিত ওই শিক্ষক। আর সেই উপহার দিয়ে প্রায় ধর্ষণ করত ছাত্রীকে। এমন শিক্ষকের সমাজে থাকার কোনও অধিকার নেই। এই শিক্ষকের কঠিন শাস্তির দরকার।"

এবার ভোটে উত্তর ২৪ পরগনা বিরোধীশূন্য করার ডাক শুভেন্দুর

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যের সব থেকে বড় জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। এবারের লোকসভা ভোটে এই জেলার সব ক'টি লোকসভা আসনেই বিজেপির জয় সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুবাবু বলেন, 'বনগাঁ, ব্যারাকপুর তো আমাদেরই রয়েছে। দমদম আগে আমাদের ছিল, ওখান থেকে জিততেন তপন সিকদার। বাকি রইল বসিরহাট, আর বারাসত। এবারে, উত্তর ২৪ পরগনা শূন্য করে দিতে হবে।' বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে মানুষের কাছে কী বলতে হবে, কর্মীদের সেই সম্পর্কে "তালিমও" দেন তিনি।পাশাপাশি, ৩৭০ ধারা বাতিল, রাম মন্দিরের উদ্বোধন সহ একাধিক ইস্যুতে মোদী সরকারের সাফল্যের দাবি করে কর্মীদের উদ্দেশে বিরোধী দলনেতার আহ্বান, 'আরেকবার কি কেউ উদ্বাস্তু হতে চান? দেশ ভাগ হোক, কেউ চান কি? তা না চাইলে ইভিএমে কে ভোটে দাঁড়িয়েছে দেখার দরকার নেই। শুধু পদ্ম চিহ্নে ছাপ দিলেই হবে। মোদীজির হাতে দেশের ভার তুলে দেওয়া মানে দেশকে সুরক্ষিত রাখা।'

বাঁকুড়ায় ভোটারের অর্ধেক মহিলা হলেও- প্রার্থী দৌড়ে উপেক্ষিত

বাঁকুড়া, ১৯ মার্চ (হি. স.) : বাঁকুড়া জেলায় মহিলা ও পুরুষ ভোটারের সংখ্যা প্রায় সমান হলেও এখনও পর্যন্ত দুটি লোকসভা আসনে মহিলা প্রার্থী মাত্র একজন ।জেলায় দুটি লোকসভা আসন যথাক্রমে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর ।ওই দুই লোকসভা আসনে প্রধান তিন রাজনৈতিক দল বিজেপি, তৃনমূল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট তাদের প্রার্থী ঘোষনা করেছে ।সেখানে মাত্র একজন মহিলা প্রার্থী ।তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে র প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। জেলার মোট ভোটারের ৪৯.৪২ শতাংশই মহিলা। কিন্তু জেলার দুটি লোকসভা আসনের প্রার্থী বাছাই-এর ক্ষেত্রে মহিলারা উপেক্ষিতই রয়ে গেছেন ।বিষ্ণুপুর আসনে শাসকদল তৃণমূল সুজাতা মন্ডলকে প্রার্থী করলেও এক্ষেত্রে মহিলা বলে নয়, বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের প্রাক্তন স্ত্রী এবং এবারও সৌমিত্র খাঁ বিজেপির প্রার্থী তাই তার বিরুদ্ধে সুজাতা দেবীর নাম বিবেচিত হয়েছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত।

গত ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে কার্যতঃ সৌমিত্র বাবুর কান্ডারী ছিলেন সুজাতা দেবী। বিবাহবিচ্ছেদের পর সুজাতা দেবী কট্টর সৌমিত্র বিরোধী হয়ে ওঠেন ।তাই সুজাতা দেবী এবার প্রাক্তন স্বামীর বিপক্ষে প্রার্থী ।বাঁকুড়া জেলায় মোট ভোটার ৩০০৯৬৪০ জন। এই ভোটারের মধ্যে পুরুষ ১৫২১৯৬৭ ও মহিলা ১৪৮৭৬৭১জন। এপ্রেক্ষিতে জেলার মোট ভোটারের ৪৯.৪২ শতাংশই মহিলা ।৩৬-নং বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার ১৫০৬৪২১ যার মধ্যে পুরুষ ৭৫৯৬৬৮জন এবং মহিলা ৭৪৬৭৫৩ জন। বাঁকুড়া কেন্দ্রের মোট ভোটারের ৪৯.৫৭শতাংশই মহিলা। একই ভাবে ।বিষ্ণুপুর আসনে মোট ভোটার রয়েছে ১৫০৩২১৯ জন। এই কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬২২৯৯ ও ৭৪০৯১৮ জন। এই কেন্দ্রে মোট ভোটারের ৪৯.২৮ শতাংশ মহিলা।

ক্রীড়াঙ্গন

৪র্থ নর্থইস্ট গেমস ২০২৫-এ ত্রিপুরায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।
আগামী বছর নর্থইস্ট গেমসের আসর বসছে ত্রিপুরায়। বিষয়টা শুধু এখন চূড়ান্ত করনের অপেক্ষায়। একদিকে তৃতীয় নর্থইস্ট গেমসের জমজমাট আসর চলছে নাগাল্যান্ডের কোহিমায়। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবর্গ বিশেষ করে নর্থইস্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত বিশেষ বৈঠকে আগামী দিনে নর্থইস্ট গেমসের রূপরেখা নিয়ে আরও কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রথমত নর্থইস্ট গেমসে ইভেন্ট সংখ্যা ন্যূনতম ১২টি রাখার কথা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমন ইভেন্টই রাখা হবে যাতে অন্ততপক্ষে ছয়টি রাজ্য দল অংশগ্রহণ করার এন্টি দেবে এবং অংশ নেবে। আগামী বছর ত্রিপুরায় চতুর্থ নর্থইস্ট গেমস এর আসর আয়োজনের প্রস্তাব নিয়ে বেশ আলোচনা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন ত্রিপুরা ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান তথা এবারকার আসরে ত্রিপুরা দলের শ্যেফ দ্যা মিশন রতন সাহা। বৈঠকে ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল সুজিত রায় এবং রাজ্যের প্রথম অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী মন্টু দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আগামী বছর রাজ্যে চতুর্থ নর্থইস্ট গেমস আয়োজনের বিষয়ে ইতোমধ্যে নর্থ ইস্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক কর্মকর্তা বৃন্দ ত্রিপুরা সফরে আসবেন এবং সরেজমিনে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করে এতে সিলমোহর দেবেন। নর্থইস্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের এ ধরনের পজিটিভ চিন্তাধারায় ত্রিপুরার পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

৩য় নর্থইস্ট গেমস : পদক তালিকা

রাজ্য:	স্বর্ণ:	রৌপ্য:	ব্রোঞ্জ:	মোট
আসাম:	০৪	০১	০২	০৭
মেঘালয়:	০২	০০	০২	০৪
নাগাল্যান্ড:	০১	০৪	০২	০৭
মনিপুর:	০১	০১	০১	০৩
ত্রিপুরা:	০০	০১	০১	০২
অ. প্রদেশ:	০০	০১	০০	০১
মিজোরাম:	০০	০০	০০	০০

পূর্বোত্তর গেমস নাগাল্যান্ডে জমজমাট ত্রিপুরার প্রথম পদক অ্যাথলেটিক্স থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। ত্রিপুরা শিবিরে প্রথম পদক অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট থেকে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে মহিলা বিভাগে ফাতেমা বেগম দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ পদক পেয়েছে। ১৫০০ মিটার দৌড়ে ত্রিপুরার সৌরভ হোসেন তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। লন টেনিসে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছছে। অভিনাশ সাহা মেঘালয়ের প্রতিনিধিকে ৬-৪, ৬-৪ সেটে, অমিত রিয়াং অরুণাচল প্রদেশের প্রতিনিধি কে ৬-১, ৬-০ সেটে, ক্রিস্টাল সরকার অরুণাচলের প্রতিনিধিকে ৬-১, ৬-১ সেটে পরাজিত করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে নাগাল্যান্ডের ভিল্লার কাছে ক্রিস্টাল সরকার ১-৬, ১-৬ সেটে পরাজিত হয়েছে। এদিকে দলগত ইভেন্টে ত্রিপুরা দল নাগাল্যান্ডের কাছে দুই-এক সেটে পরাজিত হয়েছে। টেবিল টেনিস-এ দলগত বিভাগে মহিলা গ্রুপে ত্রিপুরা ৩-১ সেটে অরুণাচল প্রদেশ কে পরাজিত করলেও, পুরুষ বিভাগে নাগাল্যান্ডের কাছে ১-৩ সেটে ত্রিপুরা দল পরাজিত হয়েছে। ব্যাডমিন্টন ইভেন্টে পুরুষ বিভাগে নাগাল্যান্ড ৩-০ সেটে এবং মহিলা বিভাগে অরুণাচল প্রদেশ ত্রিপুরা দলকে ৩-০ সেটে পরাজিত করেছে। ফুটবলে ত্রিপুরা দল প্রথম ম্যাচে এক-শূন্য গোলে স্বাগতিক নাগাল্যান্ডের কাছে পরাজিত হয়েছে। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের খেলাও গোলশূন্য অবস্থাতেই ছিল কিন্তু ইনজুরি টাইমে কর্নার কিক থেকে ভুল বুঝাবুঝির কারণে রাজ্য দল কে একটি গোল হজম করতে হয়। সেটি নাগাল্যান্ডের পক্ষে জয় সূচক গোলে রূপান্তরিত হয়। ফুটবলে দ্বিতীয় ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশ ২-১ গোলের ব্যবধানে মেঘালয়কে পরাজিত করেছে। উল্লেখ্য, ফুটবলে অংশগ্রহণকারী সাতটি দলের মধ্যে অবশিষ্ট তিনটি দল মনিপুর মিজোরাম ও আসামকে নিয়ে গ্রুপ বি এর খেলা হচ্ছে। দুটো গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সেমিফাইনালে পৌঁছবে। আগামীকাল ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় ম্যাচে মেঘালয়ের মুখোমুখি হবে। দুপুর একটায় ম্যাচ। ২১ মার্চ গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। সেদিনও দুপুর একটায় ম্যাচ হবে। ২২ মার্চ দুটো সেমিফাইনাল এবং ২৩ মার্চ তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ ও ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। বলা বাহুল্য বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় নাগাল্যান্ডের সোভিমা চুমুকেদিমায় গেম ভিলেজ গ্রাউন্ডে ছয় দিন ব্যাপী আয়োজিত তৃতীয় পূর্বোত্তর গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত।

ভাইটাল ম্যাচে সংহতিকে হারিয়ে সুপারে এগিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস

সংহতি-১৪৩ **ইউ: ফ্রেন্ডস-১৪৭/২**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।
আপাতত রান রেটে রয়েছে তৃতীয় স্থানে। সেমিফাইনালের টিকিট কাটতে হলে শেষ ম্যাচে জয় পেতেই হবে ভগিনী নিবেদিত মহিলা সমিতি দলকে। পাশাপাশি বাড়াতে হবে রান রেট। তারপরও যদি , কিন্তুর মধ্যে থাকতে হবে। মঙ্গলবার ৮ উইকেটে পরাজিত করলো বিদ্যাসাগর ইউ এম বি দলকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক মহিলা ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিদ্যাসাগর ইউ এম বি দল প্রথমে ব্যাট নিয়ে মাত্র ৪৬ রান করে। দলের পক্ষে স্নেহা দত্ত ৩৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১১ রান। ভগিনী নিবেদিত মহিলা সমিতি দলের পক্ষে দলনায়িকা সুপ্রিয়া দাস ৫ রানে এবং অনুষ্কা শীল ১২ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ভগিনী নিবেদিত মহিলা সমিতি দল ২৬ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অনুষ্কা শীল ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। এছাড়া দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান।

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।
রিটার্ন লীগেও একই রেজাল্ট। তাও ৮ উইকেটের ব্যবধানেই। ফিরতি লিগেও ইউনাটেড ফ্রেন্ডসে ধরাশায়ী সংহতি ক্লাব। মঙ্গলবার জয় পেয়ে সুপার লিগে এককভাবে শীর্ষে পৌঁছে গেও রজত দে-র দল ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। ৬ ম্যাচ খেলে ২০ পয়েন্ট নিয়ে। টি আই টি মাঠে এদিন ব্যাটে-বলে দাপট দেখান বিশাল ঘোষ, অভিজিৎ সরকাররা। আর তাতেই জয় সহজ হয় যায়। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। ম্যাচে সংহতির গড়া ১৪৩ রানের জবাবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিজয়ী দ৯লের বিশাল ঘোষ ৬১ রান এবং অভিজিৎ সরকার ৪ উইকেট পেয়েছেন। প্রসঙ্গত: প্রথম লিগেও ৮ উইকেটে জয় পেয়েছিলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। এদিন সকালে ত্রিপুরা রণজি দলের নির্ভরযোগ্য বোলার অভিজিৎ সরকারের দুরন্ত বোলিংয়ে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ সংহতি ক্লাব। দল গুটিয়ে যায় মাত্র ১৪৩ রানে, ৪৪.১ ওভার ব্যাট করে। দলের ওপেনার সম্রাট সূত্রধর ব্যর্থ হওয়ায় প্রত্যাশিত মতো বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ সংহতি। দলের পক্ষে সপ্তজিৎ দাস ৬৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, জয়দীপ বনিক ৭১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, বিক্রম দেবনাথ ৪৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং শ্রীদাম পাল ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে অভিজিৎ সরকার ২৫ রানে ৪ টি, দলনায়ক রজত দে ৪২ রানে ৩ টি এবং ঋত্বিক শ্রীবাস্তব ২৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ইউনাটে ফ্রেন্ডস ২৫.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে এনয়। ওপেনিং জুটিতে সেন্টু সরকার এবং বিশাল ঘোষ ১১৯ বল খেলে ৯৫ রান যোগ করে দলের জয় নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন। সেন্টু ৬৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রান করে আউট হলেও অপর প্রান্তে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন বিশাল। তেদশ্বী জশোয়াল (১৪) বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হলে বিশালের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে জুটি বাঁধেন দলনায়ক রজত। ওই জুটি ঠান্ডা মাথায় দলকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। বিশাল ৬৫ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১ রানে এবং রজত ৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রানে অপরাজিত থেকে যান। সংহতির পক্ষে বিক্রম দেবমনাথ ২৭ রানে এবং শঙ্কর পাল ৩০ রানে ১ টি করে উইকেট দখল করেন। এদিন পরাজিত হওয়ায় খেতাবের দৌড় থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়লো সংহতি।

জয়ে ফিরে সেমিফাইনালের প্রত্যাশা জিইয়ে ভগিনী নিবেদিতার

দুরন্ত অম্বিকা : লাল বাহাদুরকে হারিয়ে টানা জয় ব্লাডমাউথের

ব্লাডমাউথ-১৬৬/২ **লালবাহাদুর-৮৪/৪**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।
তৃতীয় জয় পেলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-২০ ক্রিকেটে। মঙ্গলবার এম বি বি স্টেডিয়ামে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৮২ রানে পরাজিত করে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারকে। বিজয়ী দলের অম্বিকা দেবনাথ ৬৬ রান করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাডমাউথ ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৬৬ রান করে। দলের পক্ষে অম্বিকা দেবনাথ ৬০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬ (অপ:) রানে , দলনায়িকা ঋজু সাহা ২৯ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া পূজা পাল ১৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করেন। লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের পক্ষে রেশ্মি নোয়াতিয়া ১৯ রানে এবং নিশিকা দেববর্মা ৩৮ রানে ১ টি করে উইকেট দখল করেন।

শতদল সংঘকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের

জে সি সি- ২৩৯/৯ **শতদল সঙ্ঘ-১০৬**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।
প্রথম লিগের পর ফিরতি লিগেও শতদল সঙ্ঘের বাধা অনায়াসেই টপকালো জে সি সি।
মঙ্গলবার জে সি সি ১৩৩ রানে পরাজিত করে দুর্বল শতদল সঙ্ঘকে। জয় পেয়ে ১২ পয়েম নিয়ে ৫ দলীয় আসরে আপাতত তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিশ্বজিৎ পালের দল। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি লুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জে সি সি-র গড়া ২৩৯ রানের জবাবে শতদল সঙ্ঘ মাত্র ১০৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের কৌশল আচার্য অর্ধশতরান করেছেন।
এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান কৌশল আচার্য-র দুরন্ত অর্ধশতরানে লড়াকু স্কোর গড়লো জে সি সি। বিশ্বজিৎ পালের দল নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৩৯ রান করে। দলের পক্ষে কৌশল আচার্য ৫৩ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪, রাহুল চন্দ্র সাহা ৫৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮, রিয়াজ উদ্দিন ৪১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২,হিমাংশু সিং ৫৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, রিমন সাহা ২৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং পারভেজ সুলতান ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন।
শতদল সঙ্ঘের পক্ষে সৌরভ দাস ৩১ রানে, কাজল সূত্রধর ৪১ রানে এবং শুভম কেথওয়েজ ৫১ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে জে সি ইস-র বোলারদের সাড়াশি আক্রমণের সামনে শতদল সঙ্ঘ গুটিয়ে যায় মাত্র ১০৬ রানে।
দলের পক্ষে ওপেনার অর্পিত প্যাটেল ২৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, অনিল মাউরা ২৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০,আনন্দ ভৌমিক ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং দেবপ্রসাদ সিনহা ৪৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন।
জে সি সি-র পক্ষে দলনায়ক শুভম ঘোষ ১৪ রানে, ভিপীন শর্মা ১৪ রানে ৩ টি করে এবং রাহুল চন্দ্র সাহা ২৮ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। আসরে ৬ ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে অবনমনের দৌড়ে রয়েছে শতদল সঙ্ঘ।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ ইং কে কেন্দ্র করে জিরানীয়া মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত নিয়োগ প্রাপ্ত ভোটকর্মী (প্রিসাইডিং অফিসার, ফাস্ট পোলিং অফিসার, সেকেন্ড পোলিং অফিসার, থার্ড পোলিং অফিসার এবং গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের) অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আগামী ২২শে মার্চ ২০২৪ ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৯.৩০ (নয়টা ত্রিশ) ঘটিকায় জিরানীয়া অগ্নিবীণা টাউন হলে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে সমস্ত নিয়োগ প্রাপ্ত ভোটকর্মীদের যথা সময়ে অবশ্যই উপস্থিত থাকার জন্য বলা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
মহকুমা শাসক
জিরানীয়া, পঃ ত্রিপুরা

ICA-D-1975/24

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ফের পাচারের পথে অবৈধ কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মার্চ।। অবৈধভাবে চুরি করা কাঠের লগ উদ্ধার করল বন দপ্তরের কর্মীরা। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, জেলা বনদপ্তরের আধিকারিক সমির দেবের কাছে মঙ্গলবার দুপুরে খবর আসে তালতলা এলাকায় বনদস্যুরা অবৈধভাবে গাছের লগ চুরি করেছেন। পাশাপাশি অবৈধভাবে বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন।
এই খবর পেয়ে জেলা বনদপ্তরের আধিকারিক সহ চড়িলাম বনদপ্তরের কর্মীরা দ্রুত অভিযান চালাই তালতলা এলাকায়।
তালতলা এলাকায় অভিযান চালানোর পথে বন দপ্তরের কর্মীরা দেখতে পান, হঠাৎ ঘনিয়ামাড়া এলাকায় টিআর০১-জেড-১৬৩৬ নাম্বারের একটি গাড়ি করে বনদুস্যরা অবৈধ গাছের লগ পাচার করছিলেন। ঠিক সেই সময়ই জেলা বনদপ্তরের আধিকারিকের গাড়ি সহ বনকর্মীদের দেখতে পেয়ে অবৈধ গাছের লগবোঝায় গাড়ি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।
পরবর্তী সময়ে জেলা বনদপ্তরের আধিকারিক সমীর দেব সহ বনকর্মীরা গাড়ি বুঝাই অবৈধ গাছের লগ সহ গাড়িটি আটক করে নিয়ে যায় বনদপ্তরে অফিসে। ফের অভিযান চালানো হয় তালতলা এলাকায়। সেখানে অভিযান চালানোর পূর্বেই বনদুস্যরা বন কর্মীদের আসার আগাম খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
পরবর্তী সময়ে জেলা বনদপ্তরের আধিকারিকসহ বনকর্মীরা নাম্বারবিহীন একটি গাড়ি সহ জেনারেটর ও একটি সমিল মেশিন উদ্ধার করেছে। জানা যায় দীর্ঘদিন যাবত তালতলা এলাকায় বনদুস্যরা প্রতিনিয়ত অবৈধভাবে গাছের লগ চুরি করে বাঁকা পথে বাজারে বিক্রি করে যাচ্ছেন। জেলা বনদপ্তর আধিকারিক জানিয়েছেন উক্ত ঘটনাগুলির সাথে জড়িত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিএএ মামলায় স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি. স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে হওয়া মামলায় কোনও স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে, এই মামলায় কেন্দ্রকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে এই ইস্যুতে কেন্দ্রকে জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।
মামলাকারীদের অভিযোগ, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অসাংবিধানিক। তাই সিএএ কার্যকর করার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে আবেদন জমা পড়েছিল, মঙ্গলবার সেই সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানি ছিল দেশের শীর্ষ আদালতে। সিএএ আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আইন লাগু হওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারির পরই তার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ-সহ অন্যান্য একাধিক সংগঠনের তরফে শীর্ষ আদালতে আবেদন করা হয়। এছাড়াও আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র, তেমনই আছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। সব আবেদনের শুনানি মঙ্গলবার একই সঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

জেলা শাসক কার্যালয়ে এক সিগনেচার ক্যাম্পেনিং অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ মার্চ।। উত্তর ত্রিপুরা নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক কার্যালয়ে এক সিগনেচার ক্যাম্পেনিং অনুষ্ঠিত হয় আজ। আয়োজিত সিগনেচার ক্যাম্পেনিং অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন এদিন দেবপ্রিয় বর্ধন (আইএএস, জেলাশাসক ও সমাহর্তা উত্তর ত্রিপুরা)।
উল্লেখ্য জেলাভিত্তিক নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের এই কার্যক্রম উত্তর ত্রিপুরার দশদা, কাঞ্চনপুর, দামছড়া, ধর্মনগর সহ বিভিন্ন জায়গায় উত্তর ত্রিপুরা নেহরু যুব কেন্দ্র এবং উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিভিন্ন ধরনের যেমন সেমিনার, শপথ গ্রহণ,বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, ওপেন কুইজ প্রতিযোগিতা, ফুটবল, ভলিবল, মিউজিকাল চেয়ার, ধামাইল প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের একটাই লক্ষ্য ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লব দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা, উত্তর ত্রিপুরা। সজল বিশ্বাস, এডিএম পিপি, উত্তর ত্রিপুরা। কমলেশ ধর, সিনিয়র ডেপুটি, উত্তর ত্রিপুরা, অবিরাম দেববর্মা, সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন, উত্তর ত্রিপুরা, রাজদীপ সিং কইরা, আইএএস, ওএসডি সিনিয়র ডেপুটি, উত্তর ত্রিপুরা, প্রসেনজিৎ দেববর্মা, ডিসটিক প্রোগ্রাম অফিসার, সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তর, সামজয় জামাতিয়া, মহকুমা শাসক ধর্মনগর, অমিত চন্দ্র, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, কালাছড়া, কুনাল গৌতম, জেলা যুব আধিকারিক নেহরু যুব কেন্দ্র উত্তর ত্রিপুরা। সঞ্জীব দাস, এস আই ও ,উত্তর ত্রিপুরা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, বিকে মামনি, সেন্টার ইন চার্জ, প্রজাপিতা ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মনগর এবং জেলাশাসক অফিসের কর্মীরা, উত্তর ত্রিপুরা নেহরু যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সদস্যবৃন্দ।

রক্তাক্ত অবস্থায় অপরিচিত যুবক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় অপরিচিত এক যুবক উদ্ধার হয়েছে। সাথে সাথে দমকলবাহিনী তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।ঘটনার বিবরণে জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা আজ রাধানগর রাধামাধব সংঘ এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় অপরিচিত এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখতে পেয়েছেন। সাথে সাথে তাঁরা দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন।দমকলকর্মীরা আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায় নি।

বিজেপিতে যোগ দিলেন সীতা সোরেন

রাঁচি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বিজেপিতে যোগ দিলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-র প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের পুত্রবধূ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বৌদি সীতা সোরেন। মঙ্গলবার সকালে দলের সমস্ত পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। বেলা গড়াতেই দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে পদ্ম শিবিরে যোগ দেন জেএমএম বিধায়ক সীতা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়, ঝাড়খণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ী। বিজেপি দুমকা লোকসভা কেন্দ্রে সীতাকে প্রার্থী করতে পারে বলে সূত্রের খবর।
দুমকা জেলার জামা কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়ক সীতা জেএমএম প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রয়াত দুর্গা সোরেনের স্ত্রী। হেমন্ত সক্রিয় রাজনীতিতে আসার আগে দুর্গাই ছিলেন শিবুর রাজনৈতিক সহকারী। বিধানসভাতেও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ২০০৯ সালে দুর্গার মৃত্যুর পরে সক্রিয় রাজনীতিতে এসেছিলেন সীতা। বহুবার হেমন্তের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন তিনি। জেএমএম সূত্রের খবর, মন্ত্রী না করায় দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষুব্ধ ছিলেন সীতা।

মুখ্যমন্ত্রীকে 'মা' সম্বোধন করে দলে বিতর্ক তৈরি করলেন অভিনেতা হিরণ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ মার্চ (হি.স.) : জেলার অন্যতম মহকুমা শহর তথা রাজ্যের রেল শহর হিসাবে পরিচিত খড়গপুরের টাউন বিধানসভার ভোটে জিতে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক হন হিরণময় চট্টোপাধ্যায় ওরফে হিরণ। বিজেপি তাঁকে এবার ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে দলের প্রার্থী করেছে। তাও আবার টলি নায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী দেবের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার হিরণ প্রকাশ্যেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মা' সম্বোধন করে প্রশ্ন তোলার সুযোগ করে দিয়েছেন দলের একাংশে।মাঝে তাঁকে নিয়ে একাধিকবার গুঞ্জন ছড়িয়েছে যে তিনি আবারও তৃণমূলে ফিরে যেতে চাইছেন আর তার জন্য জোড়াফুলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগও রাখছেন। সেই বিতর্ক পুরোপুরি রাজ্য রাজনীতি থেকে মুছে যাইনি। তাঁর তৃণমূলে ফেরার প্রচেষ্টার খবর সত্য হোক বা মিথ্যা, তাঁর মঙ্গলবারের প্রকাশ্য উক্তি স্বাভাবিক ভাবেই একদিকে যেমন তাঁর তৃণমূলে ফেরার গুঞ্জন আবারও নতুন করে ছড়ালো তেমনি বিজেপিরও মুখ পুড়ল।
হিরণ নিজে থেকেই দেবের বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে একাধিকবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। সেই চ্যালেঞ্জ বেশ ভাল চোখেই দেখেছিল বিজেপি। সেই কারণে হিরণকে ঘাটাল থেকে দল টিকিটও দিয়েছে। সেই হিরণই কিনা এদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রচারে বেড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মা' বলে সম্বোধন করে দলকে শুধু যে ধাক্কা দিলেন তাই নয়, দলের কর্মীদেরও হতাশার গভীরে ঠেলে দিলেন।কার্যত হিরণের সম্বোধনের জেরে তীব্র অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। সেই অস্বস্তি এতটাই যে, হিরণের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মুখ খুলতে চাইছেন না দলের কোনও স্তরের নেতা।ঠিক কী বললেন হিরণ? কিছুদিন আগে কপালে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কপাল থেকে রীতিমতো রক্ত ঝরতে দেখা গিয়েছে। সেই প্রসঙ্গ ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে অপসারণকে একসঙ্গে জুড়ে এদিন হিরণ উত্তর দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও বেশি দলকে তীব্র অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন।এদিন এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হিরণ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর যেদিন কপাল ও নাক ফাটল, সেদিন ডিজির বাহিনী ওঁকে সুরক্ষা দিচ্ছিল, তারা কী করছিল সেদিন? মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ডিজির নিশ্চয় কোনও অভিসন্ধি ছিল। না হলে কালীঘাটের বাড়িতে পড়ে গেলেন, সেখানে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স ছিল না, গাড়িতে করে হাসপাতালে গেলেন, ডিজির বাহিনী কী করছিল? আমি তো এর মধ্যে ডিজির অভিসন্ধি দেখব। সৎ, অত্যন্ত ভদ্র, একজন ভালো মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিশ্চয় ডিজির কোনও অভিসন্ধি ছিল। না হলে কেন এটা করেন?ফলে ওঁকে যে অপসারণ করা হয়েছে, এটা অত্যন্ত ভালো হয়েছে বাংলার মায়েদের জন্য, বোনেদের জন্য। যে ডিজি আমাদের মা মুখ্যমন্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেন না, সেই ডিজি বাংলার মা বোনেদের কী রক্ষা করবেন?' কার্যত হিরণের এই 'মা' সম্বোধনের জেরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে বিজেপির নীচুতলার কর্মী থেকে সমর্থকদের মধ্যে।অনেকের এখন একটাই প্রশ্ন, 'ভোটে জিতলে কী হিরণ তৃণমূলে ফিরে যাবেন? তাহলে তাঁকে জিতিয়ে লাভ কী? তাঁর জন্য খাটবো কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর আপাতত বিজেপির কোনও নেতার কাছেই নেই।

আইসিপিতে কাজ করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত বহিরাজ্যের শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৯ মার্চ।। সাব্রুমের মৈত্রী সেতু সংলগ্ন নির্মীয়মান আইসিপিতে কাজ করতে গিয়ে প্রায় ৩০ ফুট উপর থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বহিঃরাজ্যের এক শ্রমিক।
জানা গিয়েছে, আইসিপিতে যে কাজ চলছে তার প্রায় ৩০ ফুট উপরে ছাউনি দিতে বহিঃরাজ্যের শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। তখনই সেখান থেকে পড়ে গিয়েছে বিহারের বাসিন্দা মোহাম্মদ কালীন(১৮) নামে ওই বহিঃরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক। ওই দুর্ঘটনার মূল কারণ হিসেবে জানা যায় এসএসসি কোম্পানির তরফ থেকে তাদের এত উপরে উঠে কাজ করার জন্য কোনো রকম সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়া হয়নি। যার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক জানিয়েছেন, মোহাম্মদ কালীনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাই তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাস ও লরির ধাক্কায় আহত বেশ কয়েকজন বাস যাত্রী

ঝাড়গ্রাম, ১৯ মার্চ (হি. স.) : আবারও বাস ও লরির ধাক্কায় আহত হলেন বেশ কয়েকজন বাস যাত্রী।মঙ্গলবার সকাল ৮টা নাগাদ বিনপুর থানার শিলদার রিং ফ্যাক্টরি এলাকায় বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বাঁকুড়া থেকে টাটাগামী একটি বেসরকারি বাস যাত্রী নিয়ে শিলদা নিমতলা চকের দিকে আসছিল। তার আগেই রিং ফ্যাক্টরি এলাকায় বাঁকুড়ার দিক থেকে গুটিপাথর বোঝাই একটি লরি ডানদিকে বাঁক নেয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি এসে লরিটিকে ধাক্কা মারে। বাসটিতে জনা সত্তর যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় বাসের ভিতরে সিটে শ্রীমন্ত সর্দার নামে ফুলকুসমার বাসিন্দা এক যাত্রীর পা আটকে যায়। পরে গ্রাইন্ডার কাটার দিয়ে সিট কেটে ওই যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। তবে ওই যাত্রীরও তেমন আঘাত লাগেনি।
এক মহিলার হাতে, কাঁধে চোট পান। তাঁকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বাস যাত্রীদের বক্তব্য, বাসের চালক দ্রুত গতিতে লরিটিকে ওভারটেক করতে যাওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটে। লরিটি ডানদিকে যাওয়ার জন্য ইন্ডিকেটর আলো জ্বালালেও চালক খেয়াল করেননি। পরে পুলিশ বাস ও লরিটিকে আটক করে। উল্লেখ্য সোমবার ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বালিভাষা এলাকায় বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। আহত হয়েছেন ১৬ জন বাস যাত্রী।

দুর্গাপুরে জাতীয় সড়কে যাত্রিবাহী বাসে আগুন, বরাত জোরে প্রানে বাঁচল যাত্রীরা

দুর্গাপুর, ১৯ মার্চ (হি. স.) : জাতিয় সড়কে যাত্রীবাহি বাসে আগুন। বরাত জোরে প্রানে বাঁচল যাত্রীরা। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্গাপুরের ইন্দো আমেরিকান মোড়ে। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আনে। জাতীয় সড়কের ওপর একের পর এক অগ্নিকান্ডে প্রশ্ন উঠেছে যানবাহনের ফিটনেসর ওপর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিশ।ঘটনায় জানা গেছে, অগ্নিদগ্ধ বাসটি রামগড় থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। বাসটিতে ৫০ জন যাত্রী ছিল। এদিন রাত আড়াইটা নাগাদ বাসটির ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। বেগতিক বুঝে বাসটিকে জাতীয় সড়কের ওপর দুর্গাপুর ইন্দো আমেরিকান মোড়ে দাঁড় করিয়ে দেয় চালক। বিপদ বুঝে যাত্রীরা নেমে পড়ে। আর তার পরই দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে বাসটি। বাসের ভেতর সিন্থেটিক সিট কাভার থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিগান শিখা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পথ চলতি অন্যান্য যানবাহন। মুহুর্তেই গোটা বাস ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ এবং দুর্গাপুরের দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে।যদিও দমকলের প্রাথমিক অনুমান সম্ভবতঃ দীর্ঘ পথ চলাচলের পর শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে যায়।উল্লেখ্য গত ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ডিভিসি মোড়ের কাছে চলন্ত একটি মারুতি গাড়ি আগুনে লাগে। ওপর জ্বলছে গাড়ি। স্তব্ধ ট্রাফিক। দুর্গাপুরের বিধাননগরের এক বাসিন্দা গাড়িতে করে মাকে নিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে গান্ধী মোড়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ডিভিসি মোড়ের কাছে গাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। তারা কোনক্রমে গাড়ি থেকে নামতেই দাউ দাউ করে আগুন ভস্মীভূত হয়ে যায় তাদের গাড়ি। গত ১২ মার্চ অন্ডাল থানা সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ডাম্পারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে অন্ডাল থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গত ১৫ মার্চ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পানাগড় শিল্পতালুকের সামনে হঠাৎ একটি ট্যাঙ্কারে আগুন লেগে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পানাগড় দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় ১৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ওইদিন সন্ধ্যায় কাঁকসার বাঁশকোপা এলাকায় ১৯ নং জাতীয় সড়কে একটি ছোট মালবাহী গাড়িতে আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গাড়িটি। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। গত ১৭ মার্চ দুর্গাপুর মুচিপাড়ায় ১৯ নং জাতীয় সড়কে ওভার ব্রিজের ওপর চলন্ত অবস্থায় একটি স্কুটিতে আগুন লেগে যায়। একের পর এক চলন্ত যানবাহনে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে গাড়ির ফিটনেসের ওপর। তাহলে কি ফিটনেস ছাড়াই চলছে যানবাহন? ইতিমধ্যে লোকসভা নির্বাচন ঘোষনা হয়েছে। তার ওপর ১৯ নং জাতীয় সড়ক একাধিক রাজ্যের রাজধানী শহরের সংযোগ সড়ক। ওইরকম একটি গুরুত্বপুর্ন সড়কে যানবাহনের ওপর নাকা চেকিং চলছে। তারপরও কিভাবে ফিটনেস ছাড়াই অবাধে চলছে এরকম ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নাকা চেকিংয়ের ওপর।দুর্গাপুর দমকল বিভাগ জানিয়েছে,' গরমের দরুনও দীর্ঘ পথ চলাচলের পর শরীট

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসো'র রক্তদান শিবির ২১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বিশালগড় মহকুমা কমিটি এবং সিপাইজলা জেলা ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রক্তদান শিবির। আগামী ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বিশালগড় শুভদীপ হলঘরে অনুষ্ঠিত হবে এই শিবির। রক্তদান শিবির সফল করতে মঙ্গলবার বিকালে এসোসিয়েশনের মহকুমা কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থাকবেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি, বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: জে এম দাস, ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস, জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক। সভাপতিত্ব করবেন এসোসিয়েশনের মহকুমা সভাপতি সমীর ভৌমিক।
সংগঠনের সম্পাদক খোকন ঘোষ জানান নির্বাচন চলাকালীন রক্তদান শিবির কম হবে। তখন রক্তের সংকট তৈরি হতে পারে। রক্তের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন এবং সুনাগরিকের প্রতি আহবান জানিয়েছে ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন। যুব ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সমীর দেববর্মা রক্তদান শিবিরে সকলের উপস্থিতি সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গুয়াহাটির কটাবাড়ি এলাকায় আগুন

গুয়াহাটি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : গুয়াহাটির গড়চুক থানার অন্তর্গত কটাবাড়ি এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আগুন লেগেছে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পাঁচটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
গড়চুক থানা সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিনটি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন প্রথমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলেয় যায়। তবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি। অবশ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জানালেও কতটি বসতবাড়ি বা বাণিজ্যকেন্দ্র পুড়েছে, এখনই তার সঠিক তথ্য দিতে পারেনি সূত্র।

পুলিশ ও বিএসএফ'র যৌথ অভিযান উদ্ধার ৩ কোটির নেশাসামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ মার্চ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে সোনামুড়া থানার পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ নগদ অর্থ উদ্ধার করে। সাথে নেশার কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। কিন্তু বাড়ির মালিককে আটক করা যায়নি।
জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল রাতে থানায় খবর আসে সোনামুড়া থানাধীন রবীন্দ্রপাড়ার বাসিন্দা ইদ্রিস মিঞার প্রচুর পরিমাণ নেশাসামগ্রী মজুত করে রাখা আছে। সেই খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশ ও বিএসএফ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। ওই অভিযানে ইদ্রিস মিঞার বাড়ি থেকে প্রায় ৭০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ নগদ ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩ কোটি টাকা জানিয়েছেন তিনি।

১৫০-র বেশি বেসরকারি বিএড কলেজে শর্তসাপেক্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতি

কলকাতা, ১৯ মার্চ, (হি.স.): বিএড-এ ক্লাস শুরুর সাড়ে ছ'মাস পরে আদালতের নির্দেশে বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন (বিএড) বিশ্ববিদ্যালয় দেড়শোর বেশি বেসরকারি কলেজে শর্তসাপেক্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতি দিল। মঙ্গলবার শিক্ষাদফতর সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে।
১৫৭টি কলেজের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পড়ুয়া ভর্তির লিঙ্ক দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। ২১ মার্চ, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত অনলাইনে পড়ুয়ারা ভর্তির আবেদন করতে পারবেন ওই সব কলেজে। ২৪ মার্চ কলেজ ও বিষয়ভিত্তিক মেধাতালিকা প্রকাশিত হবে।
সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে ২৭ ও ২৮ মার্চ। ওই দু'দিনের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পোর্টালে তুলতে হবে। হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের নির্দেশের প্রেক্ষিতেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজগুলির দাবি, রাজ্যে বিএড কলেজে পড়ুয়া ভর্তি নিয়ে যে সমস্যা চলছিল, তা অনেকটাই মিটল।তবে বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, ওই সব কলেজকে মুচলকা দিতে হবে যে অতিরিক্ত ৪৭২ ঘণ্টার থিয়োরি ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিয়ে মাঝপথে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের খামতি মেটানো হবে।
সই সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে আরও ৩৬ ঘণ্টা ক্লাসরুমের বাইরে ইন্টার-অ্যাকশনেও যুক্ত থাকতে হবে। কলেজগুলি যে রুটিন জমা দিয়েছে, তা হুবহু মেনে চলতে হবে। ক্লাস হচ্ছে কিনা, কলেজগুলিকে আগাম না জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি পাঠিয়ে নজরদারিও চালাবে।
যতজন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৮০ শতাংশের কম ছাত্রছাত্রী যদি ক্লাসে হাজির থাকেন, তা হলে সেই কলেজের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। যে সব পড়ুয়া আগেই অনলাইনে ভর্তির আবেদন করেও ভর্তি হননি, তাঁরা নতুন করে আবার আবেদন করতে পারবেন। সে জন্যে নতুন করে অবশ্য আবেদন ফি দিতে হবে না।
বেসরকারি বিএড কলেজগুলির মালিকদের একাংশের বক্তব্য, ১৫৭টি বিএড কলেজের সমস্যা মিটলেও ৯৬টি কলেজ নিয়ে

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।